ভগবতীগীতা।

অর্থাৎ

শ্রীমহাভাগবতোক্ত দুর্গামাহাত্ম্য

শ্রীশিব নারদ সম্বাদে ঊনবিংশতিতমোহধ্যায় মূল শ্লোক

এবং

শ্রীযুত রামরত্ন ভট্টাচার্য্য কর্তৃক তদ্ভাষা বিরচিত হইয়া

কলিকাতা

চৈতন্যচন্দ্রোদয় যন্ত্রে যন্ত্রিত হইল।

শকাব্দা ১৭৭৪।

অথ ভগবতীগীতা।

শ্রীনারদ উবাচ।

ব্রুহি দেব মহেশান যথা সা পরমেশ্বরী।
বভূব মেণকা গর্ভে পূর্ণ ভাবেন পার্ব্বতী ॥ ১ ॥

নারদ বলেন বল দেব মহেশ্বর। পূর্ণরূপে প্রকৃতী
ভাবে গর্ভে মেণকার ॥ সতী দেহ ছাড়িয়া যেরূপে
ভবজায়া। ভব ভাবে হইল পার্ব্বতী মহামায়া ॥ ১ ॥
শ্রুতং বহু পুরাণেষু জন্মতেপিচ যদ্যপি।
জন্ম কর্ম্মাদিকং তস্যা স্তথাপি পরমেশ্বর॥
শ্রোতুং সমিষ্যতে ত্বত্তো যতস্তুং বেৎসিতত্ত্বতঃ
তদ্বদস্ব মহাদেব বিস্তরেণ মহামতি ॥২ ॥
তাঁর জন্ম কর্ম্ম বহু শুনেছি পুরাণে। তথাপি
জানিতে ইচ্ছা করি তব স্থানে ॥ পরমেশ পরম তত্ত্ব

তুমি তত্ত্ব জান। পরমেশী তত্ত্বকথা ব্যক্ত নাহি কেন।। বিস্তার করিয়া তত্ত্ব কহ মহেশ্বর। অনুগ্রহ করি দুঃখ দূর কর হর।। ইহা শুনি চন্দ্রচূড় হরষিত মন। ভগবতী গীতা নারদের প্রতি কন।। ২।।

শ্রীশিব উবাচ।

ত্রৈলোক্য জননী দুর্গা ব্রহ্মরূপা সনাতনী।
প্রার্থিতা গিরিরাজেন তৎপত্ন্যামেণয়াপিচ।।
মহোগ্র তপসা পুত্রী ভাবেন মুনি পুঙ্গব।
প্রার্থিতাচ মহেশেন সতী বিরহ দুঃখিতঃ।। ৩।।

ত্রিলোক জননী দুর্গা ব্রহ্ম সনাতনী। কন্যাভাবে ভাবে গিরি নৃপ চূড়ামণি।। তাঁহার ললনা উগ্র তপস্যা করিয়া। প্রার্থনা করিল পুত্রী হও হরপ্রিয়া।। সতী বিরহেতে দুঃখী হৈয়া মহেশ্বর। আপনি তপস্যা বহু করিলেন হর।। তপস্যাতে বশ হৈয়া মহেশ মোহিনী। শরীর গ্রহণে ইচ্ছা করিলা আপনি।। ৩।।

প্রযযৌ মেণকা গর্ব্ভে পূর্ণ ব্রহ্মময়ী স্বয়ং।
ততঃ শুভেদিনে মেণা রাজীব সদৃশাননাং।।
সষুবে তনয়াং দেবীং সুপ্রভাংজগদম্বিকাং।
ততোহভবৎ পুষ্পবৃষ্টিঃ সর্ব্বতো মুনিপুঙ্গব।

পুণ্যগন্ধো ভবেদ্বায়ু প্রসন্নাশ্চ দিশোদশ।৪।

পূর্ণ ব্রহ্মময়ী স্বয়ং ভাবিয়া আপনি। মেণকার গর্ভে গর্ভ হইলা জননী॥ পরে শুভদিনে মেণা হিমা-লয় জায়া। পদ্মমুখী তনয়া প্রসবে বিষ্ণু মায়া॥ জগজ্জননী জন্ম যখন হইল। পরম সুন্দরী রূপ দিক প্রকাশিল॥ পরে পুষ্পবৃষ্টি হয় শুন মুনিবর। দশ দিগে জয়ধ্বনি অতি মনোহর॥ সুগন্ধি পুষ্পের গন্ধ বহেত পবন। প্রসন্ন হইল দিক অতি সুশোভন॥ ৪॥

তথাদ্রি রাজঃ শ্রুতবান্ পুত্রীং জাতাং শুভাননাং। তরুণ্যাদিত্য কোট্যাভাং ত্রিনেত্রাং দিব্যরূপিণীং॥ ৫॥

অনন্তর শুনি গিরিরাজ মহামনা। কন্যা জন্মাইল তব অতি শুভাননা॥ প্রচণ্ড চন্দ্রাংশু কোটি জিনি তার আভা। ত্রিনয়নে দিব্যরূপে কিহয়েছে শোভা।৫

অষ্টহস্তাং বিশালাক্ষীং চন্দ্রার্ক কৃতশেখরাং।
মেনেতাং প্রকৃতিং সূক্ষ্মা মাদ্যাংযাতাং স্বলীলয়া।৬।

বিশাল নয়না অষ্টবাহু বিদ্যমান। চন্দ্র সূর্য্য ললাটেতেদেখিয়া প্রমাণ॥হিমালয় মানেন প্রকৃতি সূক্ষ্মা তারে। আদ্যা জন্ম নিলা স্বয়ং লীলা করিবারে॥ ৬

তদাহৃষ্ট মনাভূত্বা বিপ্রেভ্যঃ প্রদদৌ বসু।
ধনং বাসাংসিচ মুদে দোগ্ধ্রীর্গাংশ্চ সহস্রশঃ॥
দ্রষ্টুং প্রতি যয়ৌচাশু বন্ধুভিঃ পরিবারিতঃ॥ ৭

মহামায়ার মায়া বদ্ধ হইয়া তখন। ব্রাহ্মণেরে গিরিরাজ দিল বহু ধন॥ বস্ত্র অলঙ্কার আর গাবী দুগ্ধবতী। সহস্র করিল দান হরষিত অতি॥ কন্যা দেখিবারে গিরিরাজ মহামতি। বন্ধুগণ সহিত চলিল শীঘ্রগতি॥ গিয়া দেখে রূপে ঘর করিয়াছে আলো। জ্ঞান হয় কোটি ইন্দু উদয় হইল॥ ৭॥

তদস্তমাগতং জ্ঞাত্বা গিরীন্দ্রং মেণকা তদা।
প্রোবাচ তনয়াং পশ্য রাজন্‌ রাজীব লোচনাং॥
আবয়োস্তপসা জাতাং সর্ব্বভূত হিতায়চ॥ ৮॥

আগত গিরীন্দ্র জেনে মেণকা তখন। কহে জলাজাক্ষী কন্যা দেখহ রাজন॥ তোমার আমার তপ যোগে মহামায়া। সকল হিতার্থে জন্ম নিলা ভবজায়া॥ ৮॥

ততঃসোঽপি নিরীক্ষ্যেমাং জ্ঞাত্বাতাং জগদম্বিকাং।
প্রণম্য শিরসা ভূমৌ কৃতাঞ্জলি পুটস্থিতঃ॥
প্রোবাচ বচনং দেবীং ভক্ত্যা গদ্গদয়া গিরা॥ ৯॥

পরে হিমালয় এ তনয়া দেখিয়া। জগজ্জননী ইনি

জানিলেন ধিয়া ॥ ভূমে পড়ে করযোড়ে প্রণাম ক-
রিয়া। স্তব করে ভক্তিভাবে গদ্গদ হৈয়া ॥ ৯ ॥

হিমালয় উবাচ।

কাত্বং মাতর্বিশালাক্ষি চিত্ররূপা সুলক্ষণা।
নজানেত্বামহং বৎসে যথাবৎ কথয়স্বমাং॥১০॥

হিমগিরি কহে ভূরি আশ্চর্য্য রূপিণী। কে তুমি
স্বরূপা অক্ষি বিশাল জননী। না জানি কে আমি
তুমি হৈলে বৎস ভাবা। আমারে যথার্থ কথা অক
পটে কবা ॥ ১০ ॥

দেব্যুবাচ।

জানীহিমাং পরাংশক্তিং মহেশ্বর কৃতাশ্রয়াং।
শাশ্বতৈশ্বর্য্য বিজ্ঞান মূর্ত্তিং সর্ব্ব প্রবর্ত্তিকাং ॥
সৃষ্টিস্থিতি বিনাশানাং বিধাত্রী জগদম্বিকাং। ১১।

ধরাধর তনয়া ধরণীধর প্রতি। কহে পরাশক্তি
আমি জান মহামতি। নিত্য বিভব বিশেষ জ্ঞান
মূর্ত্তিমায়া। সর্ব্ব প্রবর্ত্তিকা হরাধার হরজায়া ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু মাহেশ্বরে জঠরেতে ধরি। সৃষ্টি স্থিতি বি
নাশের সৃষ্টি আমি করি ॥ ধরণীধরের ধর্ম্ম ধারিণী
যতবে। ধরেছি ধরণীধর ব্রহ্মরূপ ভবে ॥ ১১।

অহং সর্ব্বান্তরস্থাচ সংসারার্ণব তারিণী।

নিত্যানন্দ ময়ী নিত্যা ব্রহ্মরূপেশ্বরীতিচ। ১২।

আমি সকলের হৃদিপদ্মেতে থাকিয়া। সংসার সাগর পার করি তরি হৈয়া॥ নিত্যানন্দ ময়ী নিত্যা ব্রহ্মরূপ ধরি। ষড়ৈশ্বর্য্য পূর্ণ রূপে আশীসে ঈশ্বরী॥ ১২॥

যুবয়োস্তপসাতুষ্টা পুত্রী ভাবেন ভাবিতা।
জাতা তব গৃহে তাত বহুভাগ্য বশাত্তব॥ ১৩॥

তোমার মেণার তপস্যাতে তুষ্ট হৈয়া। তব গৃহে জন্ম পিতা লৈয়াছি আসিয়া॥ ছাড়ি ব্রহ্মভাব পুত্রী ভাবে ভেবে ছিলে। সেই হেতু বহু ভাগ্যে কন্যারত্ন পেলে॥ ১৩॥

হিমালয় উবাচ।

মাতস্ত্বং কৃপয়া গৃহে মমসুতা জাতাসি
নিত্যাপিযদ্ভাগ্যং মে বহু জন্ম জন্মনি তং
সর্ব্বংমহৎ পুণ্যদংদৃষ্টং রূপমিদং পরাৎ
পরতরাং মূর্ত্তিং ভাবান্যা অপি মাহেশীং
প্রতি দর্শয়া সুকৃপয়া বিশ্বেশি তুভ্যং নমঃ। ১৪।

নিত্যা তুমি জন্ম নিলা মম কন্যা ছলে। কৃপাকরে মম ঘরে হিম গিরি বলে॥ মম বহু জন্ম জন্মে কত কর্ম্ম ছিল। সেই মহৎ পুণ্য ফলে এই ভাগ্য হৈল॥

দেখিনু তোমার এই রূপ চমৎকার। যে ভাবে তা
হার নাই ভব ভয় আর ॥ ভবানীর যেই মূর্ত্তি মর্ত্য
মূর্ত্তিহরা। দেখাও নয়নে শীঘ্র ব্রহ্ম পরাৎপরা ॥
মহেশ্বরীশ্বরি মূর্ত্তি না দেখি কখন। দেখিতে অধিক
বাঞ্ছা করিতেছে মন ॥ শিবেশ্বরি কৃপাকরি দেখাও
আমায়। শত শত নমস্কার করি তব পায় ॥ ১৪ ॥

দেব্যুবাচ।

দদামি চক্ষুস্তে দিব্যং পশ্য মে রূপ মৈশ্বরং।
ছিন্ধি হৃৎসংশয়ং বিদ্ধি সর্ব্বদেব ময়ীং পিতঃ ॥ ১৫ ॥

দেবী বলে দিব্য চক্ষু দিই গিরিবর। দেখহ আমা
র এইরূপ মহেশ্বর ॥ ছেদন করহ হৃৎপদ্মের সংশয়।
সর্ব্বদেব ময়ী পিতা জানহ নিশ্চয় ॥ ১৫ ॥

শ্রীমহাদেব উবাচ।

ইত্যুক্তা তং গিরিশ্রেষ্ঠঃ দত্ত্বা বিজ্ঞান মুত্ত
মং। স্বরূপং দর্শয়ামাস দিব্য মাহেশ্বরং
তদা ॥ ১৬ ॥

নারদের প্রশ্নে শিব হইয়া সদয়। গিরি গৌরী
সম্বাদ নারদ প্রতি কয় ॥ এই কথা গিরিবরে কহিয়া
ভবানী। উত্তম বিজ্ঞান দান করিলে তখনি ॥ দিব্য
মহেশ্বর রূপ দেখান যখন। গদ গদ হয় গিরি আন

ন্দিত লন॥ চমৎকার দেখাওঁার দেখে লাগে ভয়। যে দেখে তাহার ভব দুঃখ দূর হয়॥ ১৬॥

শশিকোটি প্রভং চারুচন্দ্রার্দ্ধকৃত শেখরং।
ত্রিশূলবর হস্তঞ্চ জটা মুণ্ডিত মস্তকং॥
ভয়ানকং ঘোররূপং বিস্মিতো হিমবান্ পুনঃ।
প্রোবাচ বচনং মাতাস্তদ্রূপমন্যৎ প্রদর্শয়॥ ১৭॥

কোটি হিমকর কর নাশিছে তিমির। মনোহর শশধর অর্দ্ধকৃত শির॥ ত্রিশূল ধারণ হস্তে ন্যস্ত শিরেজটা। ভয়ানক ঘোররূপ যেন যম ভটা॥ বিস্ময় হইল হিমালয় পুনর্ব্বার। কহিতেছে শুন মাতা বচন আমার॥ এরূপ ছাড়িয়া অন্যরূপ মহামায়া। দেখাইয়া প্রাণ রক্ষা কর ভবদায়া॥ ১৭॥

ততঃ সংহৃত্য তদ্রূপং দর্শয়ামাস তৎক্ষণাৎ।
রূপমন্যৎ মুনি শ্রেষ্ঠ বিশ্বরূপা সনাতনী॥ ১৮॥

পরে সেই ঘোররূপ করিয়া হরণ। তখনি দেখান অন্যরূপ তপোধন॥ যার রূপ স্থূল সূক্ষ্ম সমস্ত সংসার। তাবৎ কারণ তিনি তাঁর কোন্ ভার॥ ১৮॥

শরচ্চন্দ্র নিভাংচারু মুকুটোজ্জ্বল মস্তকং।
শঙ্খচক্র গদাপদ্ম হস্তং নেত্রত্রয়োজ্জ্বলং।
দিব্য মাল্যাম্বরধরং দিব্য গন্ধানুলেপনং।

যোগীন্দ্র বন্দ্যসংবন্দ্য সুচারু চরণাম্বুজং ॥ ১৯ ॥

সে রূপের তুলনা নাহিক পারি। শরদের দিতে কোটি শশি জিনি শোভা ভারি ॥ মনোহর মুকুটে শিখর আলো করা। শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম করতলে ধরা ॥ উজ্জ্বল নয়ন তিন মনোহর মালা। দিব্যগন্ধ বসন ধারণ সেই বালা ॥ মনোহর শোভাকর দুখানি চরণ। যোগীগণ সদাক্ষণ করিছে মনন ॥ ১৯ ॥

সর্ব্বতঃ প্রাণি পাদঞ্চ সর্ব্বতোক্ষি শিরোমুখং।
দৃষ্ট্বা তদেতৎ পরমং রূপমৈশ্বর মুত্তমং।
প্রণম্য তনয়াং প্রাহ বিস্ময়োৎফুল্ল মানস। ২০।

কখন সকলদিগে হস্ত পদ ধরে। সকলদিগেতে মুখ শিরো অক্ষি করে ॥ পরম ঐশ্বর রূপ অতি মনোহর। রূপ দেখি মুদে আঁখি ভয়ে মহীধর ॥ বিস্ময়ে প্রফুল্ল মন পড়েছে ফাঁফরে। কি কহিতে কি কহিব আকুঞ্চন করে ॥ প্রণাম করিয়া নিজ তনয়ার পায়। কৃতাঞ্জলি পুটে পুন হিম গিরি কয় ॥ ২০ ॥

হিমালয় উবাচ।

মাতে স্তবেদং পরমং রূপমৈশ্বর মুত্তমং।
বিস্মিতোস্মি সমালোক্য রূপমন্যৎ প্রদর্শয়। ২১

তোমার ঐশ্বর্য্য এই রূপ মনোহর। জননী আশ্চর্য্য

বড় দেখি লাগে ডর॥ দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলাম আমি। রূপ অন্য আমাকে দেখাও পুন তুমি। ২১।

ত্বং যস্য সত্যশোচ্যোঽপি ধন্যশ্চ পরমেশ্বরি।
অনুগৃহ্লীস্ব মাতর্মাং কৃপয়া ত্বাং নমোনমঃ ।২২।

তুমি যারে জননী হৈয়াছ অনুকূল। সেই ধন্য শোকশূন্য নাহি তার তুল॥ অনুগ্রহ কর মা আমাকে কৃপাকরিয়া নমস্কার বহুবার করি মহেশ্বরি ।২২।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

ইত্যুক্তা সা তদাপিত্রা শৈল রাজেন পার্ব্বতী।
তদ্রূপমপি সংহৃত্য দিব্যং রূপং সমাদধে।২৩।

মহেশ বলেন শুন নারদ বচন। এই কথা গিরি রাজ কহিল যখন॥ পিতার কথায় ঐ রূপ সম্বরণ। করিয়া ধরিলা দিব্য রূপ তপোধন ॥ ২৩॥

নীলোৎপল দল শ্যামং বনমালা বিভূষিতং।
এবং বিলোক্য তদ্রূপং শৈলানামধিপ স্ততঃ।
কৃতাঞ্জলি পুটঃ স্থিত্বা মহাহর্ষেণ সংযুতঃ।
স্তোত্রেণানেন ত্বং দেবীং তুষ্টাব পরমেশ্বরীং॥ ২৪॥

সেরূপের কথা আমি কি কহিতে পারি। ভাবিলে ভাবক হয় নিরঙ্কুশ করি॥ নীলপদ্মদল শ্যাম বন-

মায়া ধারি। সেরূপ দেখিয়া মনে ভাবে হিমগিরি। কৃতাঞ্জলি করি কর হিমবর রয়। অতিশয় মহোদয় যুক্ত মুক্ত ভয়॥ এইস্তবে ভক্তিভাবে দেবীকে ভাবিয়া। স্তব করে উচ্চৈঃস্বরে রাখি মা বলিয়া। ২৪॥

হিমালয় উবাচ।

মাতঃ সর্ব্বময়ি প্রসীদ পরমে বিশ্বেশি বিশ্বাশ্রয়ে। ত্বং সর্ব্বং নহি কিঞ্চিদস্তি ভুবনে বস্তু ত্বদন্যৎ শিবে। ত্বং বিষ্ণুর্গিরিশস্ত্বমেব নিতরাং ধাতাসি শক্তিঃ পরা॥ কিং বর্ণ্যং চরিতং ত্বং চিন্ত্য চরিতে ব্রহ্মাদ্যগম্যং ময়া। ২৫।

হিমালয় কয় মাতা বিশ্বময়ি তুমি। প্রসন্ন হইবা বিশ্বাশ্রয়ে দাস আমি॥ বিশ্বের ঈশ্বরে শ্রেষ্ঠা তুমি সর্ব্ব শিবে॥ তবতুল্য অন্য বস্তু ভুবনে না হবে। তুমি বিষ্ণু তুমি শিব তুমি গো বিধাতা। তুমি প্রাণশক্তি তুমি ভক্তি মুক্তি দাতা॥ তোমার চরিত চর্চ্চা চরণে তে মতি। আমি কি বলিব ব্রহ্মা নাহি পায় গতি।২৫।

ত্বং স্বাহাখিলদেবতৃপ্তি জননি কাত্তত্বং পিতৃণামপি, তৃপ্তের্হেতুরসি স্বধাত্বমেব জননি ত্বং দেব দেবাত্মিকা। হব্য কব্য

যষ্পি ত্বমেব নিয়মো যজ্ঞস্তদা দক্ষিণা,
ত্বংস্বর্গাদিফলং সমস্তফলদে বিশ্বেশি তুভ্যং
নমঃ ॥২৬॥

তুমি স্বাহারূপে তৃপ্তি কর দেব গণে। তুমি স্বধা তৃপ্তি হেতু হও পিতৃজনে॥ দেবের দেবতা তুমি জগৎ জননি। তুমি হব্য কব্য যম যজ্ঞ বেদে জানি॥ যজ্ঞের দক্ষিণা তুমি তুমি স্বর্গ আদি। সকল ফলদাত্রী তুমি জানে বেদবাদি॥ সকল স্বরূপা তুমি শুন বিশ্বেশ্বরি। তোমার চরণে বহু নমস্কার করি। ২৬।

রূপং সূক্ষ্মতমং পরাৎ পরতরং যদ্যোগিনো
বিদ্যয়া শুদ্ধং ব্রহ্মময়ং বদন্তি পরমাং মাতঃ
সুতৃপ্তিং তব। বাচাং দুর্বিষয়ং মনোঽতি
গমপি ত্রৈলোক্য বীজং শিবে ভক্ত্যাহ্বাং
প্রণমামি দেবি বরদে বিশ্বেশ্বরি ত্রাহিমাং। ২৭।

তব সূক্ষ্ম তম রূপ শুদ্ধ ব্রহ্মময়। যাকে পরাৎপর তর বেদ শাস্ত্রে কয়॥ জ্ঞানে পায়ে শান্ত হৈয়া যোগী গণ কয়। পরম সুতৃপ্তি সেই রূপ মাত্র হয়॥ বাক্য মন অগোচর সেই রূপা শিবে। ত্রিলোকের বীজ নষ্টবীজা যেবা ভাবে॥ ভক্তি করি পায়ে ধরি

করি নমস্কার। বিশ্বেপি বরদে মোরে তার এই বার। ২৭।

উদ্যৎসূর্য্যসহস্রাভং মম গৃহেজাতাং স্বয়ং লীলয়া। দেবী মষ্টভুজাং বিশাল নয়নাং বালেন্দু মৌলিং শিবাং। উদ্যৎ কোটি শশাঙ্ককান্তিনয়নাং বালাং ত্রিনেত্রাং শিবাং। ভক্ত্যা ত্বাং প্রণমামি বিশ্ব জননিং দেবি প্রসীদাম্বিকে। ২৮।

অষ্টভুজে লীলাসাজে দেবি বিশ্বেশ্বরি। বিশাল নয়ন বাল ইন্দু শিরে ধরি॥ উদিত সহস্র ভানু যেন তনু শোভা। মমঘরে জন্মধরে হর মনোলোভা॥ উদিতেন্দু কোটি জিনি নয়ন উজ্জ্বল। ত্রিলোচনা এ ললনা ভাবিয়া অচল॥ প্রণাম করিল বিশ্ব জননীর পায়। অম্বিকে প্রসন্না হও ভক্তিভাবে কয়। ২৮।

রূপস্তে রজতাদ্রি সন্নিভমলং নাগেন্দ্র ভূষোজ্জ্বল ঘোরং পঞ্চমুখাম্বুজং ত্রিনয়নৈ র্ভীমৈঃ সমুদ্ভাসিতং। চন্দ্রার্দ্ধাঙ্কিত মস্তকং ধৃত জটাজুটং শরণ্যে শিবে ভক্ত্যাহং প্রণমামি বিশ্ব জননিং ত্বংমে প্রসীদাম্বিকে। ২৯।

রজত পর্ব্বত আভা তব রূপ খানি। ফণি মণি

জিনি আলো যেন শ্বেতমণি। ঘোর পঞ্চমুখাম্বুজ ভীম ত্রিনয়নে। কিবা শোভা মনোলোভা দেখিতেছি মনে। শশিখণ্ড চিহ্ন শিরধৃত জটাভার। আমাকে শরণ্য শিবে রাখ এইবার।। বিশ্বমাতা ভক্তি করে নতি করি পায়। অম্বিকে প্রসন্না তুমি হও মা আমায়।২৯।

রূপং শারদচন্দ্রকোটি সদৃশং দিব্যাম্বর শোভনং। দিব্যৈরাভরণৈর্ব্বিরাজিত মলং কান্ত্যা জগন্মোহনং। দিব্যৈর্ব্বাহু চতুষ্টয়ৈর্যুত মহং বন্দে শিবে ভক্তিতঃ। পাদাব্জং জননি প্রসীদ নিখিল ব্রহ্মাদি দেবস্তুতে। ৩০।

শরদের কোটি শশি তুল্য রূপ তব। বিচিত্র বসনে শোভা হয়েছে কি কব।। সুশোভন মণিময় আভরণ গায়। দ্যুতিভরে জগতেরে মুগ্ধ করে রয়।। দিব্য পাণি চারি খানি যুক্ত আছে যায়। ভাবিলে ভাবক ভক্ত মুক্তি পদ পায়।। বন্দনা করিগো শিবে পাদ পদ্ম তব। জননি প্রসন্না হও আমি দাস ভাব।।

রূপন্তে নবনীরদ দ্যুতিরুচিং ফুল্লাব্জ নেত্রোজ্জ্বলং। কান্ত্যাবিশ্ববিমোহনং স্মিতমুখং রত্নাঙ্গদৈর্ভূষিতং। বিভ্রাজদ্বনমালয়া

বিৎসিতোরস্কং জগত্তারিণি ।। ভক্ত্যাহং প্রণতোস্মি দেবি কৃপয়া দুর্গে প্রসীদাম্বিকে ।। ৩১ ।।

সজল জলদ রুচি রুচি আছে যার। সে রূপের তুলনা তোমার নাহি আর ।। প্রফুল্ল জলদ জিনি নয়ন উজ্জ্বল। লাবণ্য শরদে যেন ফুটেছে কমল ।। শোভাতে সবার মন করয়ে মোহিত। রতন অলঙ্কভূষা বদন সুস্মিত ।। সুনির্ম্মলা বনমালা বিরাজিত গলে। দেখে সুখি মুদি আঁখি হিমালয় বলে ।। জগজ্জননি দুর্গে দুর্গতিনাশিনি। আমি অতি দীন হীন ভক্তি নাহি জানি ।। কৃপাকরি মহেশ্বরি মোরে কর দয়া। প্রণাম করিগো পদে শুন ভবজায়া। ৩১।

মাতঃ কঃ পরিবর্ণিতুং তবগুণং রূপঞ্চ বিশ্বাত্মকং, শক্তো দেবিজগত্রয়ে বহুযুগে দেবোথবা মানুষঃ। তৎকিং স্বল্পমতি ব্র বীমিকরুণাং কৃত্বা সকীয়ৈর্গুণৈ, র্নোমাং মোহয় মায়য়া পরময়া বিশ্বেশি তুভ্যং নমঃ।। ৩২।।

ত্রিজগতে নানা মতে নর ও অমর। বহু কালে সবে মিলে ভাবে নিরন্তর ।। কেবা শক্ত কেবা ব্যক্ত

কি মায়া তোমার। বিশ্বময় যারে কয় কহিবে কি তার।। আমি অতি অল্পমতি বলিব কি আর।। আমাকে মায়ায় মুগ্ধ নাহি কর আর।। করুণা করিয়া নিজ গুণে বিশ্বেশ্বরি। রাখি তব পদে বহু নমস্কার করি। ৩২।

অদ্যমে সফলং জন্ম তপশ্চ সফলং মম।
যত্ত্বং ত্রিজগতাং মাতা মৎপুত্রী ত্বমুপাগতা। ৩৩।

অদ্য জন্ম সফল মা হইল আমার। তুমি পিতা বলিয়া ডাকিছ বারম্বার।। তপস্যা সফল মোর হয় এত দিনে।। মমসুতা বিশ্বমাতা হৈলে নিজগুণে। ৩৩

ধন্যোহং কৃতকৃত্যশ্চ মাতস্ত্বং নিজলীলয়া।
নিত্যাপি মদ্গৃহে জাতা পুত্রীভাবেন বৈ-
যতঃ। ৩৪।

জন্ম ধরে মম ঘরে নিত্যা মহা মায়া। কন্যাভাবে মোরে পিতা বল ভবজায়া।। জননি তোমার জন্ম খেলি বার ছলে। আমি ধন্য কত পুণ্য মান্য এত কালে। ৩৪।

কিং ব্রুবং মেণকায়াশ্চ, ভাগ্যং জন্ম শতার্জ্জিতং। যতস্ত্রিজগতাং মাতুরপি মাতা ভবেত্তব। ৩৫।

মেণকার ভাগ্য মোরা কি বলিতে পারি। শতং তবার্জ্জিত হৈতে পুণ্যভারি॥ জগতের মাতা তুমি তবমাতা জিনি। কতকালে কতপুণ্য করেছে সে ধনী॥ ৩৫॥

শ্রীমহাদেব উবাচ।

এবং গিরীন্দ্র তনুয়া গিরিরাজেন সংস্তুতা।
বভূব সহসা চারু রূপিণী পূর্ব্ব রূপিনে।৩৬
শিব কহে এই রূপে গিরীন্দ্র তনয়া। গিরীন্দ্র বচনে স্তুতা হৈয়া ভবজায়া॥ দেখিতে দেখিতে মনোহর মূর্ত্তি ধরে। পূর্ব্ব রূপ সহসা হইলা মায়া করে। ৩৬।
মেণকাপি বিলোক্যৈবং বিস্মিতা ভক্তি সংযুতা।
জ্ঞাত্বা ব্রহ্মময়ীং পুত্রীং প্রাহ গদ্গদয়াগিরা। ৩৭।
মেণকাও এইরূপ দেখিয়া আপনি। বিস্ময় পাইয়া স্তব করে সেই ধনী॥ ইনি ব্রহ্মময়ী পুত্রী ভাবে মাত্র জানে। কহিছে গদগদ বাক্যে ভক্তিযুক্ত মনে। ৩৭।

মেণকোবাচ।

মাতঃস্তুতিং নজানামি ভক্তিয়াজগদম্বিকে।
তথাপ্যাহমনুগ্রাহ্যা তয়া নিজ গুণে নহি। ৩৮।
মেণকা বলিছে মাতা আমি বামাজাতি। কিছুই না জানি তব ভক্তি স্তুতি॥ তথাপি আপন গুণে

জগত মোহিনি। অনুগ্রহ করে মোরে বলেছ জননী॥

ত্বয়া জগদিদং কর্ম্ম ত্বমেবৈব তৎফল প্রদা।
সর্ব্বাধার স্বরূপাচ সর্ব্বংস্যা প্যাপ্তি তিষ্ঠসি।৩৯

তুমি এই জগৎ জগৎ কর তুমি। কর্ম্মেতে কর্ম্মের ফলদাত্রী জানি আমি॥ সর্ব্বের আধার রূপা তুমি গো জননি। স্থূল সূক্ষ্মরূপে জগৎ ব্যাপিছ আপনি॥

দেব্যুবাচ॥

ত্বয়া মাত স্তথা পিত্রা প্যনেনা রাখিতা হ্যয়ং। মহোগ্র তপসা পুত্রীং লুব্ধং মাং পরমেশ্বরীং। ৪০।

দেবী বলে শুন মাতা গিরি সহচরী। তোমার সহিত ঐ পিতা হিমগিরি॥ ঘোর তপস্যাতে বশ্যা আমাকে করিল। পুত্রী আমি হব এই লুব্ধ বর হইল। ৪০।

যুদ্ধয়ো তপসস্তস্য ফলদানায় লীলয়া।
নিত্যা লুব্ধবতী জন্ম গর্ব্ভে তব হিমালয়াৎ।৪১

তোমাদের সেই তপস্যার ফল দিতে। আমি নিজে জন্ম তব গর্ব্ভে গিরি হৈতে॥ তব ঘরে খেলিবারে এসেছি জননী। তোমারে পিতারে মুক্ত করিব আপনি।৪১।

মহাদেব উবাচ।

ততো গিরিন্দ্রস্তাং দেবীং প্রণিপত্য পুনঃ পুনঃ। পপ্রচ্ছ ব্রহ্ম বিজ্ঞানং প্রাঞ্জলি মুনি সত্তম। ৪২।

শিবকন পশ্চাৎ গিরিন্দ্র মহামতি। পুনর্ব্বার প্রণাম করিয়া দেবী প্রতি॥ জিজ্ঞাসা করিল ব্রহ্ম জ্ঞান কারে বলি। মুনিবর ধরাধর হইয়া পুটাঞ্জলি।

হিমবানুবাচ।

মাতস্তং বহু ভাগ্যেন মমজাতাসি কন্যকা। ব্রহ্মাদ্যৈ দুর্ল্লভা যোগী দুর্গম্যা নিজ লীলয়া।

হিমালয় কর মাতা তুমি মহামায়া। বহু ভাগ্যে মোর তুমি হৈয়াছ তনয়া॥ ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর তুমি গো দুর্ল্লভা। যোগীর অগম্যা জন্ম নিজ লীলা প্রভা॥ ৪৩॥

অহং তব পদাম্ভোজং প্রপন্নোস্মি মহেশ্বরী। যথাঞ্জসা ভবিষ্যামি সংসারাৎ পার বারিধিং। তস্মাত্বং সাধিমাকর্ম্মাং ব্রহ্ম বিজ্ঞান মুত্তম॥ ৪৪॥

আমি তব পাদপদ্ম আছি দাস ভাবে। মহেশ্বরী কৃপা করি তারিবে মা কবে॥ অপার সংসার পারা

বারে করে ভয়। অনায়াসে বিনা ক্লেশে তরি যেন তায়। সেই হেতু জননী তোমাকে আমি বলি। যাহাকে কালের কাল হও মহাকালী॥ অই ব্রহ্ম বিজ্ঞান উত্তম মোরে দিয়া। সাধনা করাও হৃদপদ্মেতে থাকিয়া॥ ৪৪॥

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ।

শৃণু তাত প্রবক্ষ্যামি যোগসারং মহামতে।
যস্য বিজ্ঞান মাত্রেণ দেহি ব্রহ্ম ময়োভবেৎ। ৪৫।

গিরীন্দ্র তনয়া কন শুন মহামতি। যোগের উত্তম যোগ কহি তব প্রতি॥ যে যোগ জানিবা মাত্র জীব জন্ম হরে। ব্রহ্মময় সেই হয় সে যোগ যে করে। ৪৫।

গৃহীত্বা মম মন্ত্রাণি সদ্গুরোঃ সুসমাহিতঃ।
কায়েন মনসাবাচা মামেবার্চ্চ সমাশ্রয়েৎ॥৪৬॥

গুরুস্থানে গ্রহণ করিয়া মম মন্ত্র। সংযুত প্রযত্নত করিবেক তন্ত্র। কায়মনোবাক্যে মোর পদে ভক্তিভাবে। অর্চ্চনা করিয়া শ্রয় আমাকে করিবে। ৪৬।

মচ্চিত্তো মদ্গতপ্রাণো মন্নাম জপতৎপরঃ।
মৎপ্রসঙ্গো মদালাপো মদ্গুণ শ্রবণে রতঃ।
তদ্বেষ্য মুক্ষু রাজেন্দ্র ময়ি ভক্তি পরায়ণঃ।
মদর্চ্চা প্রতি সংশক্ত মানসং সাধকোত্তমঃ।৪৭।

প্রাণ মন আমাতে যে করে সমর্পণ। মম নাম অষ্ট যাম করয়ে জপন॥ আমার প্রসঙ্গ সদা করয়ে আলাপ। মম গুণ শুনিয়া ঘুচায় কর্ণ তাপ॥ মুমুক্ষু তাহারে বলি শুন গিরিবর। আমাতে যে ভক্তিভাবে হইয়া তৎপর॥ আমার পূজায় সদা সক্ত যার মন। সাধক উত্তম করি জানি সেইজন॥ ৪৭॥

পূজা যজ্ঞাদিকং কুর্য্যাৎ যথাবিধি বিধা-
নতঃ। শ্রুতি স্মৃত্যাদিতৈঃ সম্যক্ সুবর্ণাশ্রম
বর্ণিতৈঃ। সর্ব্বযজ্ঞ স্তপোদানে মামেবাহি
সমর্চ্চয়েৎ॥ ৪৮॥

পূজা যজ্ঞ আদি যত দৈব কর্ম্ম আছে। সকলি করিবে যথা বিধিতে লিখেছে॥ সকলি কথিত শ্রুতি স্মৃতিতে যে কথা। আছয়ে কথন তাহা না হবে অন্যথা॥ বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ আশ্রম শ্রেষ্ঠ মুনি। ইহার বর্ণন করে মূল শাস্ত্র জানি॥ অই অনুসারে জপ যজ্ঞ দান দিয়া আমাকে করিবে পূজা ভক্তিযুক্ত হৈয়া॥ ৪৮॥

জ্ঞানাৎ সংজায়তে মুক্তি ভক্তির্জ্ঞানস্য কা-
রণং। কর্ম্মাৎ সংজায়তে ভক্তিধর্ম্মো যজ্ঞা-
দি কোমতা॥ তস্মান্মুমুক্ষু ধর্ম্মার্থং মমেদং

সারূপ্য সাযুজ্য আদি মুক্তি আছে যত। জ্ঞান হৈতে জন্ম পাইয়া জ্ঞাত করে হত॥ ভক্ত শক্তি ভক্ত হৈতে অই জ্ঞান হয়। পশ্চাৎ জননী তনু আনি ঘুচায়॥ ধর্ম্ম হৈতে হয় ভক্তি জ্ঞান কর্ম্মযুত। ধর্ম্মকে জানিবে জপ যজ্ঞ আদি যত॥ সেই হেতু ধর্ম্ম জন্য মুক্তি ইচ্ছ নর। আমার আশ্রয় হেতু হইবে তৎপর॥ ৫০॥

সর্ব্বাকারাহ মেকৈবা সচ্চিদানন্দ বিগ্রহা।
মদংশেন পরিচ্ছিন্না দেহাঃ স্বর্গৌকসংপিতঃ॥৫১

একা আমি সর্ব্বাকার মায়া করে ধরে। সচ্চিৎ আনন্দময় শরীর আমারি॥ পিত- শুন মম গুণ স্বর্গবাসিগণ। আমার অংশেতে দেহ করিল ধারণ॥

তস্মান্মামেব বিধ্যুক্তৈঃ সক্রৈলরেব কর্ম্মভিঃ।
বিভাব্য প্রজপেদ্ভক্ত্যা নান্যথা ভাবয়েৎ
সুধীঃ ॥ ৫২ ॥

সেই হেতু আমাকে ভাবিয়া কর্ম্ম যত। করিবে সুবুদ্ধি জন শাস্ত্রেতে বিহিত॥ মম মন্ত্র জপিবেক ভক্ত ভক্তি ভাবে। অনন্য ভাবেতে ভাবে মুক্তিপদ পাবে॥ ৫২॥

এবংবিধ্যুক্ত কর্ম্মাণি কৃত্বা নির্ম্মল মানসঃ।
আত্মজ্ঞানে সমুদ্যুক্তো মুমুক্ষুঃ সততং ভবেৎ।

এইরূপে শাস্ত্রমত কর্ম্ম কাণ্ড করে। নির্ম্মল হইলে মন দৃঢ় ভক্তিভরে॥ আত্মজ্ঞানপ্রতি যত্ন সর্ব্বথা করিবে। তাহাতে মুমুক্ষু জন জ্ঞান পথ পাবে॥ ৫৩॥

ঘৃণাং বিপত্যাং সর্ব্বত্র পুত্র মিত্রাদিকেষ্বপি।
বেদান্তাদিষু শাস্ত্রেষু সন্নিবিষ্ট মনা ভবেৎ। ৫৪।

পুত্র মিত্র আদি আছে যত বন্ধুগণ। তাহাতে আ-শক্ত চিত্ত না হবে কখন॥ বেদান্ত প্রভৃতি শাস্ত্রে আছে সার যত। মনোনিবেশ করিয়া তাহাতে হবে রত॥ ৫৪॥

কামাদিকং ত্যজেৎ সর্ব্বং হিংসাঞ্চাপি বিবর্জ্জয়েৎ। এবং কৃত্বতাং বিদ্যা জায়-তে নাত্র সংশয়ঃ॥ ৫৫॥

সকল করিবে ত্যাগ কাম ক্রোধ যত। প্রভুর হিংসা-তে কভু না হইবে রত॥ এইরূপ যেই জন কৃতকর্ম্মা হয়। আত্মজ্ঞান পায় সেই নাহিক সংশয়॥ ৫৫॥

তথৈবাত্মা মহারাজ প্রত্যক্ষ মনুভূয়তে।
তথৈব জায়তে মুক্তিঃ সত্যং সত্যং ব্রবী-মিতে॥ ৫৬॥

যে কালে শুনহ গিরিরাজ মহাশয়। আত্মার প্রত্যক্ষ অনুভাব মনে হয়।। নিশ্চয় জানিবে মুক্তি সেই কালে ঘটে। কহিনু যথার্থ কথা সত্য২ বটে ।। ৫৬ ।।

কিন্তু তদ্দুর্লভং তাত মদ্ভক্তি বিমুখ নৃণাং।
তস্মাদ্ভক্তি পরাকার্য্যা ময়ি যত্নাৎ মুমুক্ষুভিঃ ।।

কিন্তু মম ভক্তি পরাঙ্মুখ যেবা নর। তাহাদের এই জ্ঞান হওয়া বড় ভার ।। সেই হেতু আমাতে মুমুক্ষু লোক সবে। যত্ন করে অতিশয় ভক্তি যুক্ত হবে।। ৫৭

ত্বমপ্যেবং মহারাজ ময়োক্তং কুরু সর্ব্বথা।
সংসার দুঃখৈরখিলৈ বাধ্যসেন কদাচন ।। ৫৮

তুমি ওহে মহারাজ মম বাক্য ধর। মুক্তির কারণ ভক্তি প্রতি যত্ন কর।। সংসার অসার সার দুঃখ সরোবর। কদাচ তাহাতে মগ্ন না হবে ভূধর।। ৫৮।

ইতি শ্রীমহা ভাগবতে শ্রীভগবতী গীতা সূপনিষৎসু ব্রহ্ম বিদ্যায়াং যোগাশাস্ত্রে পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।। ১৫।।

কৃপা করে গিরিবরে ভক্তিপথে রেখে। ভগবতী গীতা মহাভাগবতে লেখে।। অধ্যায় সমাপ্ত পঞ্চ দশ তার হয়। ব্রহ্মবিদ্যা এই শাস্ত্রে জানিবে নিশ্চয়

শিব উক্তি করে ভক্তি মুক্তিপদ পায়। সেই উক্তি নহে যুক্তি ভাঙ্গিতে ভাবায়॥ তাহে ভয় অতিশয় হয় পাছে দোষ। ক্ষমা করি মহেশ্বরী না কর মা রোষ॥ কালীপদে সুধাহ্রদে মন মীন হৈয়া। থাকহ অগাধ জলে স্থিরভাব পাইয়া॥ অভয়ার পাদপদ্মে মজ মম চিত। পয়ার প্রবন্ধে রামর তনে গ্রথিত॥

হিমালয় উবাচ।

বিদ্যা বা কাদৃশী মাত যতোমুক্তিঃ প্রজায়তে। অথবা কিং স্বরূপঞ্চ তন্মেব্রূহি মহেশ্বরী॥ ১॥

হিমালয় মহাশয় পুনঃ কয় বাণী। আমি ক্ষীন দীন হীন শুন ভবরাণী॥ আমি অতি অল্পমতি বিদ্যা নাহি জানি। নিজ গুণে পরিজনে জানাও জননী॥ বিদ্যা বলি কারে মাতঃ কেমন আকার। যাহা হৈতে হয় মুক্তি জীবের নিস্তার॥ অথবা কি বস্তু তিনি বুঝিতে না পারি। আমার সাক্ষাতে তাহা বল মহেশ্বরী॥ ১॥

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ।

শৃণু তাত প্রবক্ষ্যামি যা সংসার নিবর্ত্তিকা।

বিদ্যা তস্যাঃ স্বরূপং তে সংক্ষেপেণ মহা-
মতে ॥২॥

পার্ব্বতী বলেন শুন পিতা হিমালয়। যিনি জন্ম মৃত্যু হরা বিদ্যা তারে কয় ॥ তাহার স্বরূপ বলি সংক্ষেপ করিয়া। তব প্রতি মহামতি শুন মন দিয়া ॥

বুদ্ধি প্রাণ মনো দেহাহঙ্ক তান্দ্রিয়তঃ পৃ
থক। অদ্বিতীয় শ্চিদাত্মাহহং শুদ্ধ এবেতি
নিশ্চিতং ॥৩॥

বুদ্ধি প্রাণ মন দেহ আর অহঙ্কার। ইন্দ্রিয় হইতে পৃথক আমি শুদ্ধাকার ॥ দ্বিতীয় রহিত চিদানন্দ আত্মা আমি। আমা হৈতে ত্রিজগতে নাহি আর স্বামী ॥ যে জ্ঞান হইতে হয় এরূপ নিশ্চয়। বিদ্যা বলি তাহারে শুনহে গিরিরায় ॥ অই বিদ্যা অবিদ্যারে করিয়া সংহার। মুক্তপদ জীবে দিয়া ঘুচায় সংসার ॥৩॥

আদি র্নিরাময়ঃ শুদ্ধ জন্মনাশাদি বর্জ্জিতং।
বুদ্ধ্যাদ্যুপাধি রহিত শ্চিদানন্দাত্মবোমতঃ। ৪

সকলের আদি যিনি যোগ হীন কায়। জন্ম মৃত্যু বিবর্জ্জিত শুদ্ধ সত্ত্বময় ॥ বুদ্ধি মন অহঙ্কার আদি

আছে যত। তাহাতে রহিত বহু আনন্দের মত॥ ৪॥

অনঙ্গঃ স প্রভুঃ পূর্ণঃ সত্ত্বজ্ঞানাদি লক্ষণঃ।
এক এবাদ্বিতীয়শ্চ সর্ব্বদেহে গত পরঃ॥ ৫॥

অঙ্গহিন প্রভাবিন্দু শূন্য অভিলাষ। নিত্যজ্ঞান আদি চিহ্ন বিশ্বের আকাস॥ সকলের পরাৎ পর দ্বিতীয়া রহিত। আপনি একাকী কিন্তু সর্ব্বদেহ গত॥ ৫॥

সু প্রকাশেন দেহেস্মিন ভাসয়ন স্বয়লাস্থিতঃ
ইত্যাত্মনঃ স্বরূপংতে গিরিরাজ ময়োদিতং। ৬

প্রকাশ রূপেতে দেহ করে দিপ্তমান। অই দেহে দেহি রূপে তিনি স্বয়ং যান॥ আত্মায় স্বরূপ এই শুন হিম গিরি। কহিলাম তব স্থানে অন্যে নাহি পারি॥ ৬॥

এবং বিচিন্ত য়েন্নিত্যমাত্মানং সুসমাহিতঃ
অনাত্মনি শরীরাদৌ বাত্ম বুদ্ধিং বিবর্জ্জয়েৎ॥ ৭॥

অতএব একচিত্ত হইয়া সর্ব্বময়। সদা চিন্তা করিবেক পরম আত্মার॥ আত্মালয় নাশাশ্রয় দেহ আদি যত। তাহে না করিবে আত্মাবুদ্ধি সুপণ্ডিত॥ ৭॥

রাগ দ্বেষাদি দোষাণাং হেতু ভূতাহি সা যতঃ। রাগ দ্বেষাদি দোষেভাঃ সদোষং কর্ম্ম সংভবেৎ। ততঃ পুনঃ সংস্মৃতিশ্চ তস্মাত্তং পরিবর্জ্জয়েৎ ॥ ৮ ॥

রাগদ্বেষ আদি যত আছে দোষগণ। তাহার কারণীভূত অই বুদ্ধি হন ॥ রাগ আদি দোষ হৈতে পাপ কর্ম্ম হয়। স্ব পর করিয়া ভেদ ভাল মন্দ কয় ॥ এই পাপ কর্ম্ম হৈতে পুনর্ব্বার নর। স্মরণ করয়ে মন্দ বলেছে বিস্তর। এই রূপে পরস্পর বহু দুঃখ পায়। একারণ অই জ্ঞান ত্যজিবে নিশ্চয় ॥ ৮ ॥

গিরিরুবাচ।

অশুভাদৃষ্ট জনকা রাগ দ্বেষাদয়ঃ শিবে। কথং জনৈঃ পরিত্যজ্যা স্তন্মে ত্বং বক্তুমর্হসি ॥ ৯ ॥

হিমালয় পুন কয় শুন শিবে মাতা। রাগ আদি রিপু অমঙ্গল ফলদাতা ॥ কি রূপেতে রাগ দ্বেষ ছাড়িবেক নর। তাহা তুমি বল মম প্রীত নহিপর ॥ ৯

কুর্ব্বান্তি চাপকারাংশ্চ কথং তানহতে জনঃ। তেষু রাগশ্চ বিদ্বেষঃ কথং বা ন ভবেত্তয়োঃ

রাগ আদি রিপু তারা করে অপকার। তবে নর কেন তায় এত সহে ভার ॥ তাহার মধ্যেতে রাগ দ্বেষ অতিশূর। রাগের রাগ দ্বেষের দ্বেষ কেন না হয় ॥ ১০ ॥

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ।

অপকারঃ কৃতঃ কস্য তদেবাশু বিচারয়েৎ
বিচার্য্য মামে তস্মিংশ্চ দ্বেষ এব নজায়তে। ১১

পার্ব্বতী পিতার প্রতি কন নম্বর পরে। অপকার মহীধর কেবা কার করে ॥ করিবে বিচার নর সত্বর তাহার। বিচার করিলে দ্বেষ নাহইবে আর ॥ ১১ ॥

পঞ্চভূতাত্মকো দেহো মুক্তোজীবো যতঃ
স্বয়ং। বহ্নি না দহ্যতে বাপি শিবাদ্যৈ ভক্ষ
তোহপিবা। তথাপি যো নজানাতি কোহপ
কারোহস্তিতস্যবৈ ॥ ১২ ॥

বভুন পরম তেজ অখণ্ড আকাশ। এই পঞ্চভূতে দেহ হৈয়াছে প্রকাশ ॥ নিত্যানন্দ জীব স্বয়ং ব্রহ্ম কবতাত। সর্ব্ব হইতে মুক্ত নাহিক আকার ॥ বহ্নি যদ দহে দেহ শিবা যদি খায়। তথাপি জীবের ক্লেশ কিছু নাহি হয় ॥ এই রূপে দেহে জীব জ্ঞানে

যেবা নর। কিছুই নাহিক দেখে তার অপকার ।১২।

আত্মা শুদ্ধঃ স্বয়ং পূর্ণঃ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহঃ।
নজায়তে নম্রিয়তে নির্লেপো নচদুঃখভাক্ ।
বিচ্ছিদ্যমানে দেহেঽপি নাপকারোঽস্য জায়তে॥ ১৩॥

আত্মা সদা শুচি স্বয়ং পূর্ণ অব অবতার। নিত্য সুখ সদানন্দে বিগ্রহ তাঁহার॥ জন্মমৃত্যু জরা আদি নাহিক তাহার। জগতে নির্লিপ্ত কত শোক অপহার॥ দেহ যদি কোন রূপে নষ্ট হৈয়া যায়। অপকার কদাচ আত্মার নাহি যায়॥ পাচে পাঁচ মিশাইবে হবে পুনর্ব্বার। ইহাতে আত্মার কেন হবে অপকার॥ ১৩॥

যথা গৃহান্তরস্থস্য নভসঃ ক্বাপি লক্ষ্যতে।
গৃহস্য দহ্যমানেষু গিরিরাজস্তথৈবহি।১৪

যেমন আকাশে থাকে গৃহের অন্তরে। গৃহদাহ হৈলে তাঁর কি করিতে পারে॥ তেমনি শরীর নদি শৃগালাদি খায়। তাহাতে জীবের অপকার নাহি হয়॥ ১৪॥

হন্তাচেন্মন্যতে হন্তুং হতশ্চেন্মন্যতে হতঃ।

তাবুভৌ ভ্রান্তহৃদয়ৌ নায়ংহন্তি নহন্যতে।
স্বস্বরূপং বিদিত্বৈবং দ্বেষং ত্যক্ত্বা সুখী
ভবেৎ॥ ১৫॥

আত্মা মারে মরে আত্মা ইহা যারা মানে। এদুই জনের অতিশয় ভ্রান্তি মনে॥ আত্মা জগতের কর্ত্তা নিত্যানন্দ ময়। মারনের কর্ত্তা নহে নহে নাশাশ্রয়॥ আত্মার স্বরূপ এই জানে যেবা নর। তাহার নাহিক থাকে নিজ কিবা পর॥ অতএব সেই জন জান হিমালয়। দ্বেষাদিরে ত্যাগ করি অতি সুখী হয়॥ ১৫॥

দ্বেষ মূল মনস্তাপো দ্বেষ সংসার বন্ধনং।
মোক্ষ বিঘ্ন করোদ্বেষ স্তংযত্নাৎ পরি
বর্জ্জয়েৎ। ১৬।

দ্বেষ হেতু মনস্তাপ অতিশয় প্রায়। সংসার বন্ধন দ্বেষ জানহ নিশ্চয়॥ মোক্ষের ব্যাঘাত যেই দ্বেষ নিশ্চয় করে। তত্নকরে পরিত্যাগ করিবেক তারে॥ ১৬॥

হিমালয় উবাচ॥

দেহস্যাপি নচেদ্দেবি জীবস্য পরমাত্মনং।
নাকারো বিদ্যতেহস্ম নৈতদ্দুঃখস্য ভাগি

নৌ। তৎ কথং জায়তে দুঃখংমৎ সাক্ষা
দনুভূয়তে ॥ ১৭ ॥

হিমালয় পুনঃকয় গিরিরাজ শ্রুতি। শুন বাণী ঠাকু
রাণী বলি যথা মতি ॥ দেহের আত্মার যদি নাহি
অপকার। তবে দেহ জীব দুঃখভাগী নহে আর॥
তবে কার মহাভার দুঃখ সমুর হয়। যার ভার করে
হার বহুদুঃখ পায় ॥ দুঃখ হৈল প্রাণ গেল বাঁচিনা
হে আর। ইহাবলে চক্ষু জলে বক্ষ ভাসে তার। ১৭।

অন্যোবা কোঽস্তি দেহেস্মিন্ দুঃখভোক্তা
মহেশ্বরী। এতন্মেব্রূহি তত্ত্বেন যদিতে
যদ্যনুগ্রহঃ।১৮।

আর কেবা আছে এই দেহ অধিকারী। দুঃখ
ভাগী বুঝি সেই হবে মহেশ্বরী॥ যদি অনুকূল মো
রে হৈয়া থাক শিবে। ইহার যথার্থ তবে আমাকে
কহিবে।১৮।

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ।

নৈব দুঃখংহি দেহস্য নাত্মনোঽপি পরা
ত্মনঃ। তথাপি জীবো নির্লেপো মোহিতো
মম মায়য়া ॥ সুখ্যহং দুঃখশ্চেতি স্বয়মে
বাভিমন্যতে ॥ ১৯।

ভবানী কহেন বাণী ধরাধর শুন। জড় লাগি দুঃখ ভাগী দেহ নহে জ্ঞান॥ পরশিব এইজীব লিপ্ত নহে গুণে। তথাপি মায়ায় মুগ্ধ হৈয়া এই মানে॥ আমি সুখি দুঃখি আমি আমার স্বজন। আপনি হইয়া মুগ্ধ মুগ্ধ করে মন॥ মন মায়া মহাকায়া ছায়া যদি লাগে। ভব পার হওয়া ভার পূজা জপ যাগে॥

অনাদ্য বিদ্যা সা মায়া জগন্মোহনকারিণী। জাত মাত্রংহি সম্বন্ধ স্তয়া সংজায়তে পিতঃ। সংসারো জায়তে তেন রাগ দ্বেষাদি সংকুলঃ। ২০।

অনাদি অবিদ্যা সেই মায়াজাল গিরি। বিশ্বকে করয়ে মুগ্ধ মোহজালে ঘেরি॥ জন্মমাত্র অই মায়ার সহ সঙ্গ হয়। দিয়া সঙ্গ করে রঙ্গ তরঙ্গ দেখায়॥ মায়ার সম্বন্ধ হেতু শুন হিমগিরি। অসার সংসার ভার হয় অতি ভারি॥ রাগ দ্বেষ আদি যাহে আছে বর্ত্তমান॥ মায়াবশে কর্ম্মদোষে জীব বেশে যান। ২০।

আত্মাস্বলিঙ্গস্তু মনঃ পরিগৃহ্য মহামতে। তৎ কৃতানং শতান্ কামান্ সংসারে বর্ত্ততে বশঃ। ২১।

আত্মার আপন দেহ মন অনুমতি । গ্রহণ করিয়া তারে আত্ম করে রতি ।। মম কত শত শত আছে যত কাম । মায়াশ্রিত হন রত তাহে আত্মারাম ।। মায়ার অংশজ ভোগ ভোগে আনমনা । মায়াবশে কাঁপে ত্রাশে না জানে আপনা ।। এইরূপ মায়া কূপ বিষম সংসারে । পড়ে নর মহীধর মায়া কলে ঘূরে । ২৮।

বিশুদ্ধঃস্ফটিকো যদ্বদ্রক্ত পুষ্প সমীপতঃ ।
তত্তবর্ণ যুতো ভার্ত্তিবস্তু তানাতি রঞ্জনা ।।
বুদ্ধীন্দ্রিয়াদি সামীপ্যা দাতীনোঽপি তথা
গতিঃ ।। ২২ ।

রক্তপুষ্প কাছে যদি থাকে শুভ্রহার । পুষ্পের আভাতে রক্তবর্ণ হয় তার ।। বস্তুত যেমন শুভ্রহার রক্তনয় । সঙ্গি হৈলে সঙ্গ দোষ আপনি ঘটায় ।। তেমনি আত্মার এই সংসার আবাস । বুদ্ধ্যাদি নিকটে আনি হয় সর্ব্বনাশ ।। বস্তুতঃ পরম তিনি শুদ্ধসত্ত্ব কায় । নিত্যানন্দ সদাসুখী শ্রুতিশাস্ত্রে কয় ।। ২২ ।।

মনোবুদ্ধিরহংকারো জীবস্য সহ কারিণঃ ।
সকর্ম্ম বশত স্তাত ফলভোক্তার এবতে । ২৩

মন বুদ্ধি অহংকার যত মায়াচারী । জীবের নিক।

টে আছে হৈয়া সহকারী ॥ আপনার করে কর্ম্ম জীবকে ভুঞ্জায় । কর্ম্মবশে তারা শেষে ফল ভোগী হয় ॥ ২৩ ॥

সর্ব্বংবিষয়িকং তাত সুখঞ্চ দুঃখ মেববা ।
সএব ভুঞ্জতে ন্নাত্মা নিলেপঃ প্রভুরব্যয়ঃ । ২৪ ।

সকল বিষয় সুখ দুঃখ আদিযত । মন বুদ্ধি অহঙ্কার আদি তাহে রত ॥ বিষয়ে নির্লিপ্ত জীব জগতের প্রভু । অব্যয় আত্মার পিতা ভোগ নাহি কভু ॥ ২৪ ॥

সৃষ্টিকালে পুনঃপূর্ব্ববাসনা মানসৈঃ সহ ।
জায়তে জীব এবং হি বসত্যাহুতসংপ্লবঃ । ২৫ ।

সৃষ্টি কালে কর্ম্মবলে জীব পুনর্ব্বার । পূর্ব্বের বাসনা সহ বহে দেহভার ॥ প্রলয় পর্য্যন্ত সেই আত্মা শুদ্ধ কায় । বারম্বার গতায়াত কর্ম্মদোষে পায় ॥ ২৫ ॥

ততোজ্ঞান বিচারেন তত্ত্বামোহং বিচক্ষণঃ । সুখীভবেন্মহারাজ ইষ্টানিষ্টোপি পত্তিষ ॥ ২৬ ॥

বিচার করিয়া তত্ত্ব করে বিচক্ষণ । মোহত্যাগ করি করে ব্রহ্ম আলাপন ॥ ভাল মন্দ পথে জীব বিবেচক হৈয়া । সুখী হয় হিমালয় সঙ্গি হারাইয়া ॥

দেহমূলো মনস্তাপো দেহঃ সংসার কার
ণং । দেহঃ কর্ম্ম সমুৎপন্নং কর্ম্মচ দ্বিবিধং মতং ॥

দেহহেতু মনস্তাপ পায় লোক যত । সংসার কা
রণ দেহ বেদে অনুগত ॥ দেহের কারণ কর্ম্ম কর্ম্ম দুই
হয় । অই কর্ম্ম সত্ত্বে জীব মুক্তিভাগী নয় ॥ ২৭ ॥

পাপং পুণ্যঞ্চ রাজেন্দ্র তয়োরংশানুসা
রতঃ । দেহিনঃ সুখ দুঃখংস্যা দলঙ্ঘ্যং
দিন রাত্রিবৎ ॥ ২৮ ॥

পাপ আর পুণ্যরূপ কর্ম্মদুই গিরি । দুই অংশ
অনুসারে জীব দেহ ধরি ॥ সুখ দুঃখ দুয়ের করয়ে
অনুভব । দিবারাত্রি যেমন অলঙ্ঘ্য গতি সব ॥ ২৮ ॥

স্বর্গাদি কালঃ কৃত্বাপি পুণ্যং কর্ম্ম বিধা
নতঃ । প্রাপ্য স্বর্গং পতত্যাশু ভুয়ঃ কর্ম্ম প্র
চোদিতঃ ॥ ২৯ ॥

স্বর্গাদি কামনা করে পুণ্য কর্ম্ম করে । জপ যজ্ঞ
তপো হোম বিধি অনুসারে ॥ স্বর্গ পায়্যা সুখী হ-
য়ে পুনঃ ভূমিতলে । পড়ে নর সত্বর কামনা কর্ম্ম
ফলে ॥ ২৯ ॥

তস্মাৎ সৎসঙ্গতিং কৃত্বা বিদ্যাভ্যাস পরা
য়ণঃ । বিমুক্ত সর্ব্বঃ পারমং সুখমিচ্ছেদ্বিচক্ষণঃ ॥ ৩০ ॥

সেই হেতু সাধুসঙ্গ করিবেক নর। ব্রহ্মজ্ঞান অভ্যাসেতে হইবে তৎপর ॥ কুসঙ্গ করিলে ভঙ্গ সুখসঙ্গ পাবে। ফলসঙ্গ বিবেচক ক্রমেতে ছাড়িবে ॥ ৩০ ॥

ইতি শ্রীমহাভাগবতে মহাপুরাণে শ্রীভগবতী গীতাসুপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৬ ॥

মহাভাগবত নাম এ মহাপুরাণ। উপনিষৎ যোগশাস্ত্রে যাহে বর্ত্তমান ॥ তাহাতে আছয়ে বিদ্যা ভগবতী গীতা। সমাপ্ত ষোড়শোধ্যায় তার শুন পিতা ॥ হলাহল ঝলমল করে যার গলে। পুড়ে কাল শশিভাল যার পদতলে ॥ হবদাস মন আশ ত্রাশ নাশ পায়। ভবভয়নাশহর ভাবিলেক যায় ॥ কালী পাদ পদ্মবনে মন অলি হৈয়া। লুটিয়ে বনের মধু প্রবেশ করিয়া ॥ খাইতে পারিলে মধু মায়াবধূ যাবে। বধূ না থাকিলে মধু নিরন্তর পাবে ॥ অতএব তার পাদ পদ্মে মগ্ন হও মন। আমি দীন মতিহীন নাহি মমগুণ দ্বিজ রামরত্ন কহে প্রবন্ধ পয়ার। তুমি মন মমগুণ ভাবিছ কি তার ॥

হিমালয় উবাচ।

দুঃখস্য কারণং দেহঃ পঞ্চভূতাত্মকঃ শিবে।
ততস্তদ্বিরহে দেহী ন দুঃখং পরিভূয়তে ॥
সোঽয়ং সংজায়তে মাতঃ কথং দেহো মহে
শ্বরি। ক্ষীণপুণ্যঃ কথং জীবো জায়তে চ
পুনর্ভূবি। তদ্ধি বিস্তরে নাশু যদি তে মর্য্য
নুগ্রহ ॥ ১ ॥

হিমালয় কয় শিবে শুন গো বচন। অনুগ্রহ মরি যদি করেছ এখন ॥ তবে এই প্রশ্ন মোর বিস্তার করিয়া। শীঘ্রগতি মম প্রতি বল হরপ্রিয়া ॥ দুঃখের কারণ দেহ পঞ্চভূতময়। তবে কেন তাহার বিরহে দুঃখ হয়। কিরূপে উৎপন্ন দেহ হয় হরজায়া। ক্ষীণ পুণ্যে কেন জীব ধরে পুনঃ কায়া ॥

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ।

ক্ষিতির্জ্জলং তথা তেজো বায়ুরাকাশমে
বচ। এতৈঃ পঞ্চভিরারব্ধো দেহোঽয়ং পাঞ্চ
ভৌতিকঃ ॥ ২ ॥

পার্ব্বতী বলেন পিতা শুন এই বাণী। ভূ জল আকাশ তেজ বায়ু পঞ্চ গণি ॥ এই পঞ্চভূত হৈতে

দেহারব্ধ হয় । সেইহেতু দেহকে ভৌতিক করে কয় ॥ ২॥

প্রমাণ্যং পৃথিবী তত্র শেষাণাং সহকারিতা।
উক্তশ্চতুর্ব্বিধঃ সোঽয়ং গিরিরাজ নিবোধ
মে । অণ্ডজঃ স্বেদজশ্চৈবোদ্ভিজ্জশ্চৈব জরা
য়ুজঃ ॥ ৩॥

পৃথিবী প্রধান দেহে শেষ সহকারী । সেই দেহ চতুর্ব্বিধ হয় হিমগিরি ॥ অণ্ডজ স্বেদজ উদ্ভেজ জরায়ুজ। মম নিকটেতে তাহা জান শৈল রাজ। ৩

অজঃ পক্ষি সর্পাদ্যাঃ স্বেদজা মশকাদয়ঃ ।
বৃক্ষগুল্ম প্রভৃতয়শ্চোদ্ভিজ্জা হিবিচেতনাঃ।
জরায়ুজা মহারাজ মানবা পশবস্তথা ॥
শুক্র শোণিত সম্ভূতে দেহো জ্ঞেয়ো জরা
য়ুজ। ৪।

পক্ষি সর্প আদি যারা ডিম্বহৈতে হয়। অণ্ডজ শরীর তারা সর্ব্বলোকে কয় ॥ মশক মক্ষিকা ক্রিমি বৃশ্চিকাদি যত । ঘমজ তাহারা হয় জান বিধিকৃত ॥ বৃক্ষ গুল্ম মহী মহীধর আদি যত । চেতনা বিহিন উদ্ভিজ্জ দেহ খ্যাত ॥ মনুজ দনুজ পশু আদি যত আছে। জরায়ুজ তারা হয় শাস্ত্রে লিখিয়াছে

যারা শুক্র শোণিত সবন্ধ হেতু হয়। জরায়ুজ সেই দেহ জান হিমালয়।। যুবতির শোণিতে যুবার রেত ছলে। অই পঞ্চ তত্ব দেহ বিধি গড়ে কলে।। ৪।।

ভুয়ঃ সত্রিবিধোজ্ঞেয়ঃ পুংস্ত্রী ক্লীব বিভেদতঃ। শুক্রাধিক্যেব পুরুষো ভবেৎ পৃথ্বীধরাধিপা। রক্তাধিক্যা ভবেন্নারী তয়োঃ সাম্যে নপুংসকং।। ৫।।

সেই জরায়ুজ দেহ ত্রিধা পুনঃ হয়। পুরুষ রমনী ক্লীব এই ভেদ কয়।। শুক্রের অধিক ভাগ যদি থাকে তায়। তার সেই শরীর পুরুষাকার হয়।। রক্তের অধিক ভাগে নারি দেহ পায়। অই দেহ ধরে জীব বিশ্বকে ভুলায়।। রেত রক্ত সমভাগ যদি হয় গিরি। তাহাতে প্রভব দেহ ক্লীবলিঙ্গ ধারী।। ৫।।

স্বধর্ম্ম বশতো জীবো নীহার কণয়াযুতঃ। পতিত্বাধরণী পৃষ্ঠে ব্রীহিমধ্যে গতোভবেৎ। স্থিত্বা তত্রচিরং ভুক্তা ভূজ্যতে পুরুষৈস্ততঃ ততঃ প্রবিষ্টং ভদগুহ্যং পুংসো দেহে প্রজায়তে। রেতস্তেন সজীবোহপি ভবেদ্দেহোগতস্তদ।। ৬।।

স্বকর্ম্ম পাশেতে বদ্ধ হইয়া জীব যত। হিমকর কর

কর্ণে হয় উপস্থিত।। পরে চলে ধরাতলে শস্য মধ্যে যায়। চিরকাল তদাত্মক হৈয়া তাতে রয়।। কালবশে অবশেষে ঐ শস্য লৈয়া। ভোজন করয়ে নর আনন্দিত হৈয়া ।। পরে সেই ভুক্ত শস্য পুরুষের দেহে প্রবিষ্ট হইয়া শুক্র রূপ হয় তাহে। অই জীব রেত গত হয় সেই কালে। রেত মধ্যে পরিনাম পায় কর্ম্মফলে ।। কিছুকাল গোত্রপাল নরের উদরে থাকে জীব পরশিব রেত সহকারে ।। ৬ ।।

ততঃ স্ত্রিয়াভিযোগেন ঋতুকালে মহামতে।
রেতসা সহিতঃসোঽপি মাতৃগর্ভে প্রয়াতিহি ।। ৭

অনন্তর ঋতুকালে শুন হিমালয়। রমণীর সহিত পুরুষ সঙ্গ হয় ।। অই সঙ্গে সেইজীব রেত সহকারে। মায়ের গর্ভেতে গিয়া গর্ভবাস করে ।। ৭ ।।

ঋতুস্নাতা ভগেন্নারী চতুর্থেঽহনি তদ্দিনাৎ।
আষোড়শ দিনাভ্রাজন্ন তু কাল উদীরিতঃ।

ঋতুবতী হয়নারী প্রতি মাসে২ ষোড়শ দিবস রজনারীতে প্রকাশে৷। প্রথম দিবসাবধি চতুর্থ দিবসে। ঋতুস্নান করে নারী শুদ্ধ হয় শেষে।। পতি সহ রস রঙ্গে অপাঙ্গ ভঙ্গি করে। কৃতভঙ্গি হয়সতি

অনঙ্গের ভরে ॥ ঋতুকাল শৈলপাল কহিলাম আমি অই কালে শাস্ত্রবলে সঙ্গ করে স্বামী ॥৮॥

জায়ন্তেচ পুমাংসস্তত্র যুগ্মকে দিবসে পিতঃ।
অযুগ্মে দিবসে নারী জায়তে পুরুষর্ষভ ॥

যুগল দিবসে নর জন্মে ঋতুকালে। সঙ্গকাল উভয়ের যদি শুদ্ধ মিলে ॥ অযুগ্ম দিবসে নারী হয় হিমালয়। সেই হেতু যুগ্মে সঙ্গ করিবে নিশ্চয় ॥ ৯ ॥

ঋতু স্নানাত্তু কামার্ত্তামুখং যস্য সমীক্ষতে।
তদাকৃতি সন্ততিস্যাত্তৎ পশ্যেত্তু রাননং ॥১০॥

ঋতুস্নান করে নারী মুখ দেখে যার। তদাকৃতি সন্তান জন্ময়ে গর্ভে তার ॥ সেইহেতু ভর্ত্তৃমুখ দেখিবে অবলা। অনঙ্গ বাণেতে সঙ্গ চাহে সেইবালা ॥১০

ভর্ত্ত্রেতো যোনিরক্তেন যুক্তং ভর্ত্তা মঙ্গমতে।
দিনে নৈকেন কললং জরায়ু পরিবেষ্টিতং।
ভর্ত্তী পঞ্চ দিনে নৈব বুদ্বুদাকারতা মিয়াৎ।

ভর্ত্তারেত যোনিরক্তে যদি যুক্ত হয়। কলল নামক গর্ভ একদিনে কয় ॥ পঞ্চম দিবসে ঐ জারায়ু বেষ্টিত। বুদ্বুদাকার নামধরয়ে নিশ্চিত ॥ ১১ ॥

ধাতুচর্ম্ম কৃতিসূক্ষ্ম জরায়ুঃ সনিগদ্যতে।
শুক্রশোণিতয়োর্যোগ স্তস্মিন সংজায়তে

ততঃ। তত্রগর্ভে ভবেদ যস্মাত্তেনঃ প্রোক্তে জরায়ুজঃ॥ ১২॥

জরায়ু র রূপ সূক্ষ্ম চর্ম্মের আকৃতি। রেতরক্ত স্থান বেড়ে করে অবস্থিতি॥ তাহে শু শোনিতের যোগ গিয়া হয়। জরায়ুর মধ্যগত হৈয়া বৃদ্ধিপায় নারি গভ জরায়ু র হয় অবস্থিতি। তাহার গর্ভেতে জীব করয়ে বসতি॥ যে কারণ জরায়ু র মধ্যে করে রতি। জরায়ুজ কহে সেই হেতু যুক্তমতি॥ ১২

ততস্তৎ সপ্তরাত্রেণ মাংসপেশিতমাপ্নুয়াৎ। পক্ষমাত্রেণ সাপেশি তাচ্ছান্বিত পরিপ্লুতা॥ ১৩।

অনন্তর তাহার সপ্তম দিন গতে। মাংসপেশী নাম গর্ভে হয় শাস্ত্রমতে॥ এক পক্ষমাত্র মাংসপেশী তার নাম। তাহে রক্তাশক্তি হৈয়া রহে গুণধাম॥ ১৩

ততশ্চাঙ্কুর উৎপন্নঃ পঞ্চবিংশতি রাত্রিষু। স্কন্ধগ্রীবা শিরস্পৃষ্ঠোদরানিচ মহামতে। পঞ্চধা জ্ঞানি জায়ন্তে এবং মাসেন চক্রমাৎ॥ ১৪॥

পরে পঞ্চবিংশ দিনে শুন মহামতি। অঙ্কুর নামক গর্ভ গর্ভ্ভকরে রতি॥ একমাস রক্তসহ ভ্রমিয়া বেড়া

য়। ভ্রমণ করিতে এই পঞ্চ অঙ্গ হয়।। স্কন্ধ গলদেশ শির পৃষ্ঠে গিরি রায়। উদরের সহ এরা প্রথমেতে হয়।। ঋতুতে মৈথুন দিনাবধি গণে যবে। ত্রিংশদ্দিবশে একমাস গর্ভ হবে।। ১৪।।

দ্বিতীয়ে মাসি জায়ন্তে প্রাণিপদা দয়স্তথা।
অঙ্গানাং সন্ধয়ঃ সর্ব্বে তৃতীয়ে সম্ভবন্তিহি।।

দ্বিতীয় মাসেতে হস্ত পদ পার্শ্ব হয়। কিন্তু তারা এই গর্ভে অসন্ধিত রয়।। তৃতীয় মাসেতে এই অবয়ব যত। বিধাতার বাক্য হেতু হয় সুসন্ধিত।। ১৫

অঙ্গুল্যশ্চাপি জায়ন্তে চতুর্থে মাসি সর্ব্বতঃ
অভিব্যক্তিশ্চ জীবস্য তস্মিন্নে বহি জায়তে।।

চতুর্থমাসেতে গিরি বিধি কার্য্য বলে। সকল অঙ্গুলি হয় হস্ত পদতলে।। শরীরেতে ব্যক্ত জীব এই মাসে হয়। দেহ পাইয়া দেহী হইয়া দেহকে না ডায়।। ১৬।।

ততশ্চলতি গর্ভোঽপি জনন্যা জঠরে স্থিতঃ
শ্রোত্রে কর্ণো তথা নাসা জায়ন্তে মাসি পঞ্চমে তথাপি তন্মুখ শ্রেণিগুহ্যং তস্মিন প্রজায়তে।। ১৭

নেত্র কর্ণ নাক মুখ শ্রেণি গুহ্য যত। পঞ্চম মাসে

তে হয় দেহে সুসন্ধিত। জননী জঠর মধ্যে দেহে অবস্থিত। ভুইয়া তাহার গর্ভে চলে ইতস্ততঃ॥ ১৫॥

পায়য়েচ্চ মুপস্থঞ্চ কর্ণচ্ছিদ্রদ্বয় স্তথা। জায়া
ত মাসি ষষ্ঠে তু নাভিশ্চাপি ভবেন্নৃণাং॥ ১৮

মুস্কপায় উপস্থ করিয়া যারে কয়। ছয়মাসে কটি দেশে তার জন্ম পায়॥ কর্ণের গহ্বর আর নাভি সরোবর। অই মাসে মুর্ত্ত হয় শুন মহীধর॥ ১৮॥

সপ্তমে কেশ রোমাদ্যা জায়ন্তেচ তথাষ্টমে।
বিভক্তা বয়বত্বঞ্চ জায়তে গর্ভমধ্যতঃ।
বিহারশ্চাশ্রুদন্তাদীন্ জন্মান্তর সমুদ্ভবান্।
সমস্তা বয়বা এবং জায়ন্তে ক্রমতঃ পিতঃ॥ ১৯

যখন সপ্তম মাস গর্ভবাস হয়। কেশ রোম নখ আদি সকলি জন্মায়। অষ্টম মাসেতে গর্ভ গর্ভ মধ্যে রয়। অবয়ব সকল তখন ব্যক্ত হয়॥ দাড়ি গোঁফ দন্ত আদি যারা হয় শেষে। তাহাবিনা অবয়ব সকলি প্রকাশে॥ এইরূপে সকল শরীর গিরিরায়। ক্রমে অষ্টম মাসেতে পূর্ণ হয়॥ ১৯॥

নবমে মাসি জীবস্তু চৈতন্যং সর্ব্বশো
লভেৎ। মাতৃভুক্তানুসারেন বর্দ্ধতে জঠরে
স্থিতঃ॥ ২০॥

সকল ইন্দ্রিয় নবমাসে জীব পায়। তাহাতে চৈ-
তন্য শেষে অধিষ্ঠান হয়॥ মাতৃ ভুক্ত অন্ন রস অশন
করিয়া। তদনুসারেতে বাড়ে জঠরে থাকিয়া॥ ২০॥

প্রাপ্যাপি যাতনাং ঘোরাং স্মরন্ত স্বকর্ম্মতঃ।
সত্বা প্রাক্তন দেহোথ কর্ম্মাণি বহু দুঃখিতঃ।
মনসাবচনং ক্রুদ্ধে বিচার্য্য স্বয়মেবহি॥ ২১॥

জঠর যাতনা ঘোর পাইয়া মহাশয়। নিজকর্ম্ম
হেতু হরষিত নাহি হয়॥ প্রাক্তন দেহের কর্ম্ম স্মরণ
করিয়া। মনস্তাপ করে লাভ বহু দুঃখ পাইয়া॥ বিচা
র করিয়া মনে এই বাক্য বলে। বহুক্লেশ পাই আমি
নিজ কর্ম্ম ফলে॥ নিজকর্ম্ম অনুসারে ফল ভোগ ক
রে। মিছা রোষ করা দোষ বধির উপরে॥ ২১॥

এবং দুঃখ মনুপ্রাপ্য ভুয়োজন্ম লভনক্ষিতৌ।
অন্যায়েনার্জ্জনং বিত্তং কুটুম্ব ভরণং কৃতঃ।
নারাধিতো ভগবতীং দুর্গাং দুর্গ ত হারিণীং॥

এইরূপে দুঃখ নানাবিধ আমি পাই। তথাচ ধরণী
তলে জন্ম পুন চাই॥ যথার্থে নাহিক করি ধনের অ
র্জ্জন। দান নাহি করি করি স্বজন পালন॥ ভগবতী
চরণে না করি আরাধনা। এই কর্ম্ম বলে ফলে এরূপ
যাতনা॥ দুর্গতি নাশিনী দুর্গা দুঃখ সরোবরে। পড়ি
য়া মা ডাকি তারা রাখ ঘ গাকরে॥ ২২॥

যদ্যস্মান্নিষ্কৃতিমেস্যাম্যর্ভদুঃখাভদা পুনঃ।
বিষয়ান্নানুষেবিষ্যে বিনা দুর্গাং মহেশ্বরীং।
নিত্যাং তামেব ভক্ত্যাহং পূজয়ে যত মানসঃ॥ ২৩॥

যদি এই গর্ভ হৈতে পাইগো নিস্কৃতি। ভক্তি হীন আমি দীন কি করিব স্তুতি॥ তবে বিষয়ের আর সেবা না করিব। মহেশমোহিনী বিনা কিছু না ভাবিব॥ সর্ব্বদা তাঁহার পূজা এক চিত্ত হৈয়া। করিব ভক্তের শক্তি ভক্তি লতা দিয়া। মায়া বশে কর্ম্ম দোষে নানা ক্লেশ পাই। কহিব জননী রাখ আর কেহ নাই। ২৩।

বৃথা পুত্র কলত্রাদি বাসনা বশতোঽসকৃৎ।
নিবিষ্ট সংস্মরমনাঃ কৃতবানাত্মনোঽহিতং। ২৪।

বারম্বার বৃথা বাসনাতে বশ হৈয়া। পুত্র মিত্র কলত্রের সেবা করি গিয়া॥ নিবিষ্ট হইয়া তাহা ভাবি মনে মনে। আপন অহিত চিন্তা করি জেনে শুনে॥ ২৪॥

তস্যেদানী ফলং ভুঞ্জে গর্ভ দুঃখং দুরাসদং।
জন্মভুয়ঃ কারয়ামি বৃথা সংসার সেবনং॥ ২৫
এখন তাহার ফল আমি ভোগ করি। গর্ভ দুঃখ

হৈতে নাহিক দুঃখ তাহি ॥ বৃথা বিষয়ের সেবা করে অধোগামী। তাহা আর পুনর্ব্বার না করিব আমি ॥ ২৫ ॥

ইত্যেবং বহুধা দুঃখ মনুভুয় স্বকর্ম্মতঃ।
অস্তি যন্ত্র বিনিস্পিষ্টঃ পতিতং কুক্ষিবর্ত্মনা ॥
সূতিবাত বশাদ্দেঘা নরকাদিব পাতকী।
মেধোসৃকপ্লুত সর্ব্বাঙ্গো জরায়ু পরিবেষ্টিতঃ ॥ ২৬॥

এইরূপ বহুক্লেশ অনুভব করে। নিজকর্ম্ম ফল এই জানিয়া অন্তরে ॥ আছয়ে অপূর্ব্ব যন্ত্র কল যারে বলে। তাহাতে নিস্পিষ্ট হৈয়া কুক্ষি মার্গে চলে ॥ সূতিকা নামেতে বায়ু আছে গুণাকর। তার বশে দশমাসে ভূমে পড়ে নর ॥ ঘোর নরকেতে পাপী থাকে কর্ম্ম কলে। তাহা হৈতে যেমন উদ্ধার হৈয়া চলে ॥ সকল শরীর মেধ রক্তে পরিপ্লুত। প্রকাশিত হয় ঘোর নারকির মত ॥ জরায়ু বেষ্টিত জীব কম্পিত হৃদয়। গর্ভাগার পুনর্ব্বার ঘোর পচে হয় ॥

ততো মন্মায়িয়া মুগ্ধস্তানি দুঃখানি বিস্মৃতঃ।
অকিঞ্চিৎ করতাং প্রাপ্যান্নাং সপিণ্ডে স্বয়ং স্থিতঃ ॥ ২৭ ॥

গর্ভে হৈতে যখন সে ধরণী প্রবেশে। মম মায়া তখনি তাহার ধরে কেশে॥ অনন্তর ধারাধর জীব মুগ্ধ হয়। মায়া সঙ্গে রহে রঙ্গে ত্যজি ক্লেশ ভয়॥ মহামায়া দুরাত্যয়া অঘট ঘটনী। তারে পাইয়া মুগ্ধ হৈয়া হয় অভিমানী। পূর্ব্বজ্ঞান ভুলে যান ভাবে গর্ভে যত। কিছুকাল বলে বাল মাংস পিণ্ডে স্থিত॥

সষুম্না পিহিতা নাড়ী শ্লেষ্মা যাবদেব হি।
সুব্যক্তং বচনং তাবদ্বক্তুং বালো নশক্যতে।২৮

অঙ্গের সহিত তিন কোটি নাড়ি আছে। ইড়া আর পিঙ্গলা সুষুম্না তারকাছে॥ তাহার মধ্যেতে নাড়ী সুষুম্না প্রধান। যাতে অবস্থান করে জীব মুক্তি পান॥ যতদিন অই নাড়ী কফাচ্ছন্ন রয়। তাবৎ পর্য্যন্ত কথা স্পষ্ট নাহি হয়॥ সুব্যক্ত করিয়া বাক্য বলিতে না পারে। মা বা ইষৎ হাসি ক্ষণে ক্ষণে করে।২৮

নগন্তুমপি শক্নোতি বক্তুভি পারি রক্ষিতে। যথেষ্টং ভাষতে বাক্যং গচ্ছত্যাপ সুদুরতঃ॥২৯।

গমন করিতে নাহি পারে পদব্রজ। পাণি পদ তলে চলে প্রাঙ্গনের মাঝে॥ মার্জ্জার কুক্কুর আদি কিছুই না মানে। বাল্য কাল দুগ্ধ বাল রাখি বন্ধুগণে আপনের ইচ্ছামত বাক্য কতকয়। কিছুই না মানে

নানাস্থানে বনে যায়। যদি দূরে যান নরে দেখি বারে পায়। তবে শশিমুখে হাসি রাশি হয়॥ ২৯।

ততশ্চ যৌবনদ্রিক্তঃ কামঃ ক্রোধাদি সংযুতঃ। কুরুতে বিবিধং কর্ম্ম পাপপুণ্যাত্মকং পিতঃ॥ ৩০॥

বাল্যকাল আদি ক্রমে গত হলে গিরি। যৌবন আসিয়া তাহে হয় অধিকারী॥ কাম ক্রোধ আদি তার সেনা সঙ্গে শত; করয়ে বিবিধ কর্ম্ম পাপ পুণ্য যত॥ ৩০॥

কুরুতে কর্ম্ম তন্ত্রাণি দেহ ভোগার্থ মেবহি।
সদেহঃ পুরুষাভিন্নঃ পুরুষঃ কিং সমশ্নুতে॥ ৩১।

দেহের ভোগার্থে জীব নানাকর্ম্ম করে। কিন্তু দেহ জীবে কতদূর জানে পরে॥ সেই দেহ পুরুষ হইতে ভিন্ন হয়। পুরুষ না করে ভোগ কিছু হিমালয়। ৩১।

প্রতিক্ষণং ক্ষরত্যায়ুশ্চলৎ পত্রান্ত তোয়বৎ। স্বপ্নোপমং মহারাজ সর্ব্বং বৈষয়িকং সুখং॥ ৩২॥

ক্ষণে২ আয়ু ক্ষয় ক্ষিতিতলে হয়। পত্র অগ্র ভাগে জল গমনের ন্যায়॥ সকল বিষয় সুখ মহারাজ জান স্বপ্নোপম মনোরম কখন কখন॥ ৩২॥

তথাপি নভবেদ্ধানিরভিমানস্য দেহিনাং।
নচেতুদ্বীক্ষ্যতে দেহী মোহিতো মম
মায়য়া ।। ৩৬ ।।

অনেক বিষয় সুখ দেহিগণ গণে। তথাপি না করে খর্ব্ব গর্ব্ব তারা মনে ।। আয়ু শেষ কাল বেশ্ম করে তারা দেখে। মম মায়া মহামায়া মুগ্ধ করে রাখে ।। ৩৩ ।।

বাঞ্ছ্যতে কেবলং ভোগাং স্থাত্র শাশ্বতরা
নিহ। অকস্মাৎ গ্রাসতে কালঃ পূর্ব্বে চায়ুধি
ভূধর ।। ৩৪ ।।

কেবল দেখয়ে নানাবিধ সুখভোগ। চিরকাল বাঁচিব নাহিক মম রোগ ।। ইহা ভাবি থাকে জীব অকস্মাৎ কাল। ধরে কেশে বাঁধে পাশে বদন করাল ।। ৩৪ ।।

যথা ব্যালে হস্তিকঃপ্রাপ্তে মণ্ডুকং গ্রাসতে
ক্ষণাৎ। হাহন্ত জন্মে তদপি বিফলং যাত
মেবহি ।। ৩৫ ।।

যেমন ভুজঙ্গ ভেক নিকটে পাইলে। তখনি করয়ে গ্রাস আপনার বলে ।। হাহাকার করে পরে ভাবয়ে অন্তর। এজন্ম বিফলে চলে গেল হে আমার ।। ৩৫ ।।

এবং জন্মান্তর মপি বিফলং জায়তে তথা।

নিষ্কৃতি বিদ্যতে নৈব বিষয়ান সেবিনাং ॥ ৩৬ ॥

যেমন এজন্ম বৃথা হইল তাহার। অন্যজন্ম তেমনি হইবে পুনর্ব্বার ॥ বিষয়েরসেবা যারা নিরন্তর করে। নিষ্কৃতি নাহিক পায় জন্মে আর মরে ॥ ৩৬ ॥

তস্মজ্জ্ঞান বিচারেণ তক্ত্বা বৈষয়িকং সুখং। শাশ্বতৈশ্বর্য্য মতিচ্ছন্ন মদর্চ্চন পরো ভবেৎ ॥ তদৈব জায়তে ভক্তি রিয়ং ব্রহ্মণি নিশ্চলা ॥ ৩৭ ॥

সেই হেতু জ্ঞান পথ বিচার করিবে। বিষয় বাসনা সুখভোগে ত্যাগ দিবে ॥ শাশ্বত ঐশ্বর্য্য বাঞ্ছা করে যদি নর। তবে মদর্চ্চনাদিতে হইবে তৎপর ॥ তখনি হইবে ভক্তি পরম নির্ম্মলা। অই ভক্তি ব্রহ্ম রূপে হইবে নিশ্চলা ॥ নিশ্চলা হইবে ভক্তি শুন গিরিরায়। অনায়াসে বিনাক্লেশে দিব্যজ্ঞান পায় ॥ ৩৭ ॥

দেহাদ্ভিন্নং পৃথক্কেন নিশ্চিত্যাত্মন মাত্মনা। দেহাদি মমতাং মিথ্যা জ্ঞানজাং পরিসংত্যজেৎ ॥ ৩৮ ॥

দেহাদি হইতে ভিন্ন আত্মাকে করিতে। নিশ্চয় করয়ে বুদ্ধি আপনি মনেতে ॥ তখন দেহাদি মিথ্যা জ্ঞান করে নর ॥ তাহার মমত ত্যাগ করয়ে সত্বর ॥

পুত্রমস্তং যদিসংসার দুঃখান্নিবৃতি মিচ্ছসি। তদারাধয় মাং ভক্ত্যা ব্রহ্মরূপ সমাশ্রিতঃ ॥৩৭॥

পিতা তুমি যদি এই সংসার সেবনে। দুঃখ হৈতে পার পাইতে ইচ্ছা কর মনে ॥ তবে ব্রহ্মরূপ জ্ঞান রূপ পথ ধর। আমাকে সুভক্তি ভাবে আরাধনা কর ॥ ৩৭ ॥

ইতি শ্রীমহাভাগবতে মহাপুরাণে শ্রীভগবতী গীতা সুপনিষৎসু ব্রহ্ম বিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৭ ॥

মধ্যে মধ্যে গিরিরাজে কন ভবজায়া। ভাবিলে ভবানীপদ নাহি থাকে মায়া ॥ মহাভাগবত নাম ভগবতী গীতা। সপ্তদশাধ্যায় তার পূর্ণ হয় পিতা ॥ ইহাতে যোগের কথা আছয়ে বিস্তার। জানিলে মানিলে তার জন্ম নাহি আর ॥ উপনিষৎ ব্রহ্মবিদ্যা তাহে বিদ্যমান। জানিলে সুভক্তি হয় সে মহাপুরাণ ॥ দ্বিজ রামরত্ন বহু পরিশ্রম করি। ভাষাপদ্য করে ভব তরিবার তরি ॥ ভবভয়ে ভবাণী ভাবিলে উদ্ধ যায়। ভাবিত ভবের ভব্য ভণিতি নিশ্চয় ॥ ১৭ ॥

হিমালয় উবাচ।

অনাশ্রিতানাং ত্বাং দেবী মুক্তিশ্চেন্নৈব বি-
দ্যতে। কথং সমাশ্রয়েত্তং তৎ কৃপয়া ক্র
হি মে উদা ॥ ১ ॥

হিমালয় পুনঃ কয় শুন ভবরাণী। বিনাশ্রয় করে
রয় তোমাকে যে প্রাণী ॥ যদি তার মুক্তি আর তো
মা বিনা নয়। বারম্বার ভবোদ্ধার মহাভার হয় ॥
তোমাকে কিরূপে নর করিবে আশ্রয়। তোমাবিনা
যদি তার মুক্তি নাহি হয় ॥ তবে কৃপা করি মহেশ্বরী
তাহা বল। বহু কষ্টে কালবশে প্রায় দিন গেল ॥ ১ ॥

সংধ্যেয়ং কীদৃশং রূপং মাতস্তব মুমুক্ষুভিঃ।
ত্বয়ি ভক্তিপরা কার্য্যা দেহবন্ধি বিমুক্তয়ে ॥২॥

দেহরূপ বন্ধন করিতে বিমোচন। তোমাতে যে
ভক্তি করে পরম কারণ ॥ যোগীগণ করে ধ্যান কো
ন রূপ তব। জননি জানাও তাহা পাব কি না পাব ॥২

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ।

মনুষ্যানাং সহস্রেষু কশ্চিৎ যততি সিদ্ধয়ে।
তেষামপি সহস্রেষু কোপিমাং বেত্তি তত্ত্বতঃ ॥৩

পার্ব্বতী পিতার প্রতি ঈষৎ হাসিয়া। কন শুন
গিরি আমি নহি ভব মায়া ॥ জগৎ আমার কার্য্য

নাহি হে কারণ। নিদান আমাকে কিন্তু কহে শ্রুতি গণ॥ সহস্র লোকের মধ্যে কশ্চিদেক জন। আমা কে করয়ে যত্ন সিদ্ধির কারণ॥ সেই ভক্ত সহস্রেক মধ্যে কোন নর। আমাকে জানিতে পারে হইলে তৎপর॥ ৩॥

রূপং মে নিস্কলং সূক্ষ্মং বাচাতীতং সুনির্ম্মলং। নির্গুণংপরমং জ্যোতিঃ সর্ব্বব্যাপ্যেকঃ কারণং। নির্ব্বিকল্পং নিরারম্ভং সচ্চিদানন্দ বিগ্রহং। ধ্যেয়ং মুমুক্ষুভিস্তাত দেহবন্ধবিমুক্তয়ে॥ ৪॥

নিস্কলঙ্ক মম রূপ সূক্ষ্ম ব্রহ্মময়। সুনির্ম্মল নিপুঃ বাক্যের গম্যনয়॥ পরাৎপর প্রভাকর সর্ব্ব বীজ হেতু। এক রূপে শিব ভাবে যেন শোভা কেতু॥ বিকার নাহিক নাই আরম্ভ তাহার। নিত্যানন্দ সুখ ময় বিগ্রহ আকার॥ দেহরূপ বন্ধন বিমুক্তি হেতু নর। এইরূপ ধ্যান করিবে হে গিরিবর॥ সকল বস্তুতে মম আছে অধিষ্ঠান। জানিবে জনক যবে যাবে ভব ভান॥ দৃঢ়ভক্তি করামুক্তি মুক্তি লাগি গিরি। শিবউক্তি। মহাশক্তি যাতে সহকারী॥ ৪॥

অহংমতি মত্বাং তাত সুমতিঃ পর্ব্বতাধিপ।

পৃথিব্যাং পুণ্যগন্ধোঽহং রসোঽপ্সু শশি
নি প্রভা ।। ৫ ।।

মম দেহরূপ জান পর্ব্বতের পতি। মতিমান নরে
র আমি হে স্বচ্ছমতি ।। ধরাতে ধরণীধর পুণ্যগন্ধ
আমি। সলিলে সরস প্রভা চন্দ্রে জান তুমি ।। ৫ ।।

তপস্বিনাং তপশ্চোস্মি তেজশ্চাস্মি বিভা
বসৌ। কাম রাগাদি রহিতং বলিনাং বল
মস্ম্যহং ।। ৬ ।।

তপস্বির তপস্যা তপন তেজ যত। আমি সকলে
তে থাকি হৈয়া অনুগত ।। বলবান যতেক আছয়ে
হিমাচল। তাহাদের কামাদি রহিত আমি বল ।। ৬

সর্ব্ব কর্ম্মসু রাজেন্দ্রে কর্ম্ম পুণ্যাত্মকং তথা।
ছন্দসাংমস্মি গায়ত্রী বীজানাং প্রণবোঽস্ম্য
হং। বিরুদ্ধোঽধর্ম্মৈঃ কামোস্মি সর্ব্বভূতেষু
ভূধর ।। ৭ ।।

সকল কর্ম্মের মধ্যে শুন গিরি রায়। পুণ্যকর্ম্ম
বলে যাকে আমি থাকি তায় ।। পুংক্তি বৃহতী আমি
ছন্দ আছে তার। গায়ত্রী আমি [illegible] জান বীজেতে ওঁ
ঙ্কার সর্ব্বভূতে কামরস আছে অনুগামী। তারমধ্যে
[illegible] আমি ।। সকল বস্তুতে থাকি সহ

রূপ ধরি ৷৷ অধম করিয়া ত্যাগ উত্তমে বিহরি ৷৷ ৭৷৷

এবমন্যেপি যে ভাবঃ সাত্ত্বিকা রাজসাস্তথা ৷ ৮

তামসা মত্ত উৎপন্না মদধীনাশ্চ তে ময়ি ৷ ৮

এইরূপ অন্য২ ভাব যারা পায় ৷ সাত্ত্বিক রাজস তমো গুণাক্রান্ত কয় ৷৷ তাহারা উৎপন্ন সবে আমা হইতে হয় ৷ আমার অধীন তারা জানিবা নিশ্চয় ৷ ৮

নাহং তেষা মধীনাস্মি কদাচিৎ পর্ব্বতর্ষভ ৷

এবং সর্ব্বগতংরূপ মদ্বৈতং পরমব্যয়ং ৷

নজানন্তি মহারাজ মোহিতা মম মায়য়া ৷৷ ৯

তাহাদের অধীন নহি হে হিমগিরি ৷ হৃদয়ে করিয়া বাস সর্ব্বজীবে তারি ৷৷ এইরূপ জ্ঞান রূপ মমরূপ হয় পরম অব্যয় বেদে অদ্বিতীয় কয় ৷৷ মম মায়া মোহিত হইয়া তারা সবে ৷ এইরূপ নাহি জানে নানা পথ ভাবে ৷৷ শক্তি সূর্য্য শিব বিষ্ণু গণেশাদি যত ৷ নানা রূপ ভিন্ন মাত্র আমাতে অদ্বিত ৷৷ ৯৷৷

যে ভজন্তিচ মাং ভক্ত্যা ময়ামেনাং তরন্তিতে ৷ সৃষ্ট্যর্থ মাত্মানাং রূপং ময়ৈব স্বেচ্ছয়া পিত ৷ ভূতং দ্বিধা নগশ্রেষ্ঠ প্রমাণ স্ত্রীতি প্রভেদতঃ ৷৷ ১০ ৷

আমাকে যে ভক্তিভাবে করয়ে ভজন ৷ এই মায়া

তবে তারা করয়ে গমন ॥। আমার ঐশ্বর্য্য, রূপ কে জানিতে পারে। শ্রুতিগণ বিচক্ষণ চকিত নেহারে ॥ সৃষ্টির কারণ আমি ইচ্ছা করে ধরি। আপনি আপন রূপ দুই ভাগ করি॥। এক ভাগ পুরুষ অপর ভাগ নারী। এইরূপ হৈয়া অংশি আপনি বিহারি ॥ ১০॥

শিবঃ প্রধান পুরুষশক্তিশ্চ পরমা শিবা।
শিবশক্ত্যাত্মকং ব্রহ্ম যোগিন স্তত্ত্বদর্শিনঃ।
বদন্তি মাং মহারাজতত্ত্ব এব পরাৎপরং ॥ ১১ ॥

প্রধান পুরুষ শিব শিবাশক্তি পরা। এক ব্রহ্ম নহে দুই জন্ম মৃত্যুহরা॥ শিব শক্ত্যাত্মক ব্রহ্ম তত্ত্ববিৎ যোগী। আমাকে পরাৎপর কন ঐ লাগি ॥ ১১

সৃজামি ব্রহ্ম রূপেন জগদেতচ্চরাচরং।
সংহরামি মহারুদ্র রূপনান্তে নিজেচ্ছয়া ॥ ১২

আপন ইচ্ছায় ত্রিজগৎ চরাচর। ব্রহ্ম হৈয়া সৃষ্টি করি রজগুণধর। মহারুদ্র বেশে শেষে করি হে সংহার ॥ তমগুণে কিছু মনে দয়া নাহি যার॥ ১২ ॥

দুর্বৃত্ত শমনার্থায় বিষ্ণুঃ পরম পুরুষঃ। ভূত
বা জগদিদং কৃৎস্নং পালয়ামি মহামতে॥ ১৩

দুষ্টের দমন হেতু শুন হিমগিরি। পরম পুরুষ বিষ্ণু নাম আমি ধরি ॥ বিষ্ণুরূপে জগতের করি

তে পালন। সত্যরূপে শান্তমূর্ত্তি ধরি গো তখন।। ১৩

অবতীর্য্য ক্ষিতৌভুয়ো ভুয়োরাম্মদিরূ
পতঃ। নিহত্য দানবান্ পৃথ্বীং পালয়ামি
মহামতে।। ১৪।।

ক্ষিতিতলে পুনঃপুন অবতীর্ণ হয়ে। রমণীর রূপ ধরি লোকে বলে মেয়ে।। দনুজ মনুজ দুষ্ট দমন করিয়া। ধরণী পালন করি একা মায়া হৈয়া।। ১৪

রূপং শক্ত্যাত্মকং তাত প্রধানং যন্মতং।
যতস্তয়া বিনাপুংসঃ কার্য্যং দেহাত্মনা
স্থিতং।। ১৫।।

শক্তিময় যারে কয় শুন হিমালয়। সকলের মধ্যে সেই রূপ শ্রেষ্ঠ হয়।। শক্তি বিনা পুরুষের কর্য্য নাহি হয়। সেই শক্তি মম রূপ জানিবা নিশ্চয়।। ১৫

রূপাণ্যেতানি রাজেন্দ্র তথা কন্যাদি কানিচ।
স্থূলানি বিদ্ধি সূক্ষ্মন্তে পূর্ব্বমুক্তং তবালয়ে। ১৬

বহুবিধ রূপ এই গিরি মহামতি। কহিলাম কন্যাদি যতেক তব প্রতি।। এসব আমার স্থূলরূপ জান মনে। সূক্ষ্মরূপে পূর্ব্বে উক্ত করেছি ভবনে।। ১৬।।

অনভিধ্যায় রূপন্তু স্থূলং পর্ব্ব পুত সর্ব্বঃ।

অগম্যং সূক্ষ্ম রূপংমে যদ্দৃষ্ট্বা মোক্ষ ভাগ্‌
ভবেৎ ॥ ১৭॥

না জানিলে স্থূলরূপ অগ্র হিমালয়। মম সূক্ষ্মরূপ জানা বড় ভার হয়। ষড়ঙ্গ করিয়া যোগধ্যান করে যোগী। যারে দেখি চিরসুখী হয় মোক্ষভাগী॥ ১৭

তস্মাৎ স্থূলং হিমে রূপং মমুক্ষুঃ পূর্ব্ব মাশ্র-
য়েৎ। ক্রিয়া যোগেন তান্যেব সমভ্যার্চ বি-
ধানতঃ॥ স্বল্পমালোচয়েৎ সূক্ষ্মং রূপংমে
পরমব্যয়ং॥ ১৮॥

সেইহেতু স্থূলরূপ মম হিমালয়। মুমুক্ষু লোকেরা পূর্ব্ব করিবে আশ্রয়। কর্ম্মযোগে অর্চনাদি করিবে তাহার। যেমন আছয়ে বিধি বেদ ব্যবহার॥ অল্পে অল্পে আলোচনা কর্ম্মযোগে থাকি। করিবেক সূক্ষ্মরূপ কর্ম্মে দিতে ফাঁকি॥ পরম অব্যয় সূক্ষ্ম রূপ হিমগিরি। ভবসিন্ধু তরাইতে যেন খেয়া তরি॥ ১৮

গিরিরুবাচ।

মাতর্ব্বহুবিধং রূপং স্থূলংতব মহেশ্বরী।
তেষুকিং রূপমাশ্রিত্য সহসা মোক্ষ ভাগ্‌
ভবেৎ। তন্মে ব্রূহি মহাদেবী যদিতে ময়্যা-
নুগ্রহঃ॥ ১৯

কৃতাঞ্জলি গলবাস কয় হিমগিরি। স্থূলরূপ বহু বিধ তব মহেশ্বরী॥ তাহার মধ্যেতে কোন্‌রূপ সমা শ্রয়। করিয়া মানিয়া জীব মুক্তিভাগী হয়॥ যদি অ নুগ্রহময়ি হয় তব শিবে। তবে তাহা বল কাল গেল কি হইবে॥ তবদাস কাল পাশ উপহাস করে। মনঃ আস হব দাস বাসনা অন্তরে॥ ১৯॥

দেব্যুবাচ।

ময়া ব্যাপ্ত মিদং বিশ্বং স্থূলরূপেণ ভূধর।
তত্রারাধ্য তমাদেবী মূর্ত্তিশীঘ্রং বিমুক্তিদা॥ ২০

ধরণীধরের প্রতি ধরাধর সুতা। কন মম স্থূলরূপে বিশ্ব ব্যাপ্ত পিতা। তারমধ্যে দেবী মূর্ত্তি রাধ্যতমা হয়। আরাধিতা হইলে শীঘ্র মুক্তি দিতে চায়॥ ২০॥

সাপি নানাবিধা তত্র মহাবিদ্যা মহামতে।
বিমুক্তিদা মহারাজ তাসাং নামানি মে শৃণু॥ ২১

সেই দেবী মূর্ত্তি নানা বিধ গিরিবর। তাহে মহা বিদ্যা আশু ভক্তি মুক্তি কর॥ ঐ মহাবিদ্যা বিমুক্তি কে করে দান। তাহাদের নাম বলি শুন হিমবান॥ ২১

মহাকালী তথা তারা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী।
ভৈরবী বগলা ছিন্না মহাত্রিপুরসুন্দরী॥ ২২॥

মহাকালী প্রথমা দ্বিতীয়া তারানাম। তৃতীয়ে ষোড়শী দেন ভক্ত মনস্কাম ॥ চতুর্থে ধরয়ে নাম ভুবন ঈশ্বরী। ভৈরবী পঞ্চমে কয় শুন হিমগিরি ।। ষষ্ঠেতে বগলা মুখী ভক্তে করে সুখি। সপ্তমেতে ছিন্ন মস্তা স্কন্ধ হীন দেখি।।ত্রিপুরা সুন্দরী মূর্ত্তি অষ্টমেতে হয়। রাজ রাজেশ্বরী যাঁরে সর্ব্বলোকে কয়। ২২।

ধূম্রবতীচ মাতঙ্গী নৃণাং মোক্ষ ফল প্রদা।
আশুকুর্ব্বন পরাংভক্তিং মোক্ষ প্রাপ্নোত্য সংশয়ং। ২৩।

ধূমাবতী নবমে করিয়া অতিমায়া। বৃদ্ধাবেশ পাকা কেশ ধরে শীর্ণ কায়া।। দশমে মাতঙ্গী মত্ত মাতঙ্গীর ন্যায়। পঙ্কজ করিয়া ভঙ্গ মোক্ষপদ দেয় ॥ এই দশ মহাবিদ্যা কহিলাম গিরি। যাহা চাবে তাহাপাবে ভক্তিভাব করি ॥ এঁহাদের প্রতি যদি দৃঢ়ভক্তি হয়। পায়মুক্তি শিব উক্তি নাহিক সংশয়। ২৩।

আসামন্যতমাং তাত ক্রিয়া যোগেনচাশ্রয়।
ময়া পিত মনোবুদ্ধি মামেবৈষ্যসি নিশ্চিতং।২৪

ইহার মধ্যেতে অন্যতমা একদেবী। আশ্রয় কর হে পিতা কর্ম্মযোগে সেবি।। মনোবুদ্ধি আমাতে করিবা সমর্পণ ॥ আমাকে পাইবে শেষে নিশ্চত কথন।২৫

মামুপেত্য পুনর্জন্ম দুঃখালয় মসাশ্বতং।
নলভন্তে মাহাত্মানঃ কদাচিদপি ভূধর। ২৫।

আমাকে পাইয়া নর জন্ম পুনর্ব্বার। নাহিপায় কদাচ জানহে মহীধর॥ জন্ম অতিশয় দুঃখালয় নিত্যনয়। তাহার মাহাত্ম্য নর নাহি আর পায়। ২৫।

অনন্যচেতঃ সততং যোমাংস্মরতি নিত্যশঃ।
তস্যাহং মুক্তিদা রাজন্ ভক্তিযুক্তস্য যোগিনঃ। ২৬।

একচিত্ত হইয়া যারা সর্ব্বদা আমাকে। প্রতিদিন মমাধীন ভক্তিকরে ডাকে। ভক্তিযুক্ত যোগীযারা হয় হিমালয়। তাহাদের মুক্তিদান করিহে নিশ্চয়॥

যস্তুসংস্মৃত্য মামন্তে প্রাণং ত্যজতি ভক্তিতঃ।
সোপি সংসার দুঃখৌঘৈর্ব্বাধ্যতে ন কদাচন। ২৭।

সেইনর অন্তকালে ভক্তিযুক্ত হইয়া। প্রাণ পরিত্যাগ করে আমাকে ভাবিয়া। সেইনর সংসার সাগর দুঃখবেগে। নাহি পড়ে কদাচ মরিলে ভক্তিযোগে॥

অনন্যচেতসো যেমাং ভজন্তে ভক্তি সংযুতাঃ। তেষাং মুক্তি প্রদানিত্য অহমস্মি মুহ্যমতে। ২৮।

অনন্য করিয়া চিত্ত ভক্তিযুক্ত হইয়া। যাহারা

আমাকে ভজে আনন্দিত হইয়া ॥ তাহাদের নিত্য আমি মুক্তি দান করি। মম ভক্তজন গতি জান এই গিরি। ২৮।

শক্ত্যাত্মকংহি মেদ্রূপ মনয়াসেন মুক্তিদং।
সমাশ্রয় মহারাজ ততো মোক্ষমবাপ্স্যসি। ২৯

অনায়াসে মোক্ষপ্রদ মমরূপ গিরি। শক্তি মম যারে কয় সর্ব্ব হইতে পারি ॥ আশ্রয় করহ এইরূপ মুক্তি লাগি; শেষে তুমি অনায়াসে হবে মুক্তিভাগী ॥ ২৯

যে প্যন্যদ্দেবতা ভক্ত্যা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেপি মামেব রাজেন্দ্র যজন্তে নাত্র সংশয়ঃ।৩০

অন্য২ দেবতার ভক্ত আছে যত। শ্রদ্ধাযুক্ত হৈয়া যজ্ঞ করে শত২ ॥ তারাও আমার পূজা করে গিরি রায়। সন্দেহ নাহিক তাতে জানিবে নিশ্চয় ॥ ৩০ ॥

অহংসর্ব্বময়ী যস্মাচ্চ সর্ব্বযজ্ঞ ফলপ্রদা।
কিন্তুতত্ত্বেনযে ভক্ত্যা স্তেষাং মুক্তি সুদুর্ল্লভা ॥ ৩১

আমি সর্ব্বময়ী ইহা ভক্ত যদি ভাবে। সর্ব্বযজ্ঞ ফল ভোগ দান করি তবে ॥ কিন্তু তাহা না ভাবিয়া অন্য ভক্ত হয়। তবে মুক্তি সুদুর্ল্লভ তাহার নিশ্চয়। ৩১

তত্তোমামেব শরণং দেহবন্ধ বিমুক্তয়ে।
যাহি সংযত চেতাস্তং মামেষ্যসি ন সংশয়।৩২

দেহবন্ধ মোচন নিমিত্ত হিমগিরি। এক চিত্ত হইয়া স্মরণ করহ আমারি॥ আমাকে ভাবিলে সব দুঃখ নাশ হবে। অন্তকালে মমপদ অনায়াসে পাবে॥ ৩২

যৎকরোসি যদশ্নাসি যদ্জুহোষি দদাসি যৎ।
সর্ব্বং মদর্পণং কৃত্বা মোক্ষ্যসে কর্ম্ম বন্ধনাৎ। ৩৩

কর্ম্ম ভোজন হোম দান আদি যত। যে সকল তুমি হে করিবে বিধিমত॥ আমাতে সকল তাহা করিয়া অর্পণ। কর্ম্মবন্ধ হইতে মুক্ত হইবে রাজন॥ ৩৩॥

যেমাং ভজন্তি মদ্ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহং।
নমেঽস্তি বিপ্রিয়ঃ কশ্চিদ্দপ্রিয়োঽপি মহা
মতে॥ ৩৪

মম ভক্ত আমাকে যে নিরন্তর ভজে। কর্ম্মযোগে থাকিয়া সুভক্তিভাবে পূজে॥ আমাতে আছয়ে তাঁরা থাকি আমি তায়। প্রিয়াপ্রিয় কেহ মম নাহি হিমালয়॥ ৩৪॥

অপিচেৎ সু দুরাচারো ভজতে মাম্ নন্য
ভাক্। সোঽপি পাপ বিনির্ম্মুক্তো মুচ্যতে
ভব বন্ধনাৎ॥ ৩৫॥

চণ্ডাল হইয়া যদি মম ভক্ত হয়। অনন্য গতিক ভাবে আমাকে জানায়॥ সেই পাপ কর্ম্মিজীব সর্ব্বপাপ

হৈতে। মুক্ত হয় হিমালয় ভব বন্ধনেতে ॥ ৩৫ ॥

ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শনৈস্তরতি সোহপিচ। ময়ি ভক্তি মতাং মুক্তির লংঘ্যা পর্ব্বতাধিপ॥ ৩৬ ॥

মমভক্ত হইলে না থাকে দুরাচার। শীঘ্র গতি হয় রতি ধর্ম্মপথে তার॥ অল্পে২ সেই নর ধর্ম্মপথে থাকি। আমাতে করিয়া ভক্তি যমেদের ফাঁকি ॥ আমাতে সুভক্তিমন্ত যেবা নর হয়। অলংঘ্য তাহার মুক্তি জানি হিমালয়॥ অতএব মম ভক্ত হও গিরি তুমি। সংসার সাগর ঘোরে নিস্তারিব আমি॥ ৩৬।

ততস্ত্বং পরয়া ভক্ত্যা মামুপেত্য মহামতে। মন্মনা ভব মদ্যাজী মাং নমস্কুরু মৎপর। মমৈবৈষ্যসি সংসার দুঃখৈর্নৈ বহ্নি বাধ্যসে॥ ৩৭॥

সেই হেতু গিরি তুমি পরাভক্তি ভাবে। আমাকে ভাবহ তবে দুঃখ দূরে যাবে॥ আমাতে অর্পণ মন কর হিমালয়। আমার যাজনে রতি করহ নিশ্চয়॥ মৎপরা হইয়া গিরিরায় নমস্কার। করহ আমাকে সব দুঃখ নাহি আর। আমাকে পাইলে তব নিত্য সুখ হবে। সংসার সাগর দুঃখ নাহিক বাধিবে ॥

ভবজায়া মহামায়া করুণা করিয়া। মায়াপাশ করে নাশ গিরিরে বুঝাইয়া ॥ হিমালয় মহাশয় জ্ঞান পায় পরে। হয়ে জ্ঞানি করে ধ্যান অরূপ ঈশ্বরে। ৩৭

ইতি শ্রীমহাভাগবতে মহাপুরাণে ভগবতী গীতা সুপনিষৎসু ব্রহ্ম বিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে হিমালয় পার্ব্বতী সম্বাদে অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ॥

মহাভাগবতে নাম ভগবতী গীতা। ব্রহ্মবিদ্যা যোগশাস্ত্রে সেই সুসংহিতা ॥ তার অষ্টাদশ অধ্যায় পরিপূর্ণ হয়। দ্বিজ রামরত্ন ভাষা পদ্য করে কয় ॥ কালী পাদপদ্মে মন মগ্ন হইয়া থাক। পরম রূপসী রূপ নেত্র মুদে দেখ। ভবত্রাস হবে নাশ তবে অনায়াসে। ব্রহ্মপদ পাবে মদ যাবে তব শেষে ॥

মহাদেব উবাচ।

এবং শ্রীপার্ব্বতী বক্ত্রাদ্ যোগসার পরং মুনে।
নিশম্য পর্ব্বত শ্রেষ্ঠো জীবন্মুক্তো বভূবহ। ১

শঙ্কর কহেন হে নারদ মহামুনে। পার্ব্বতী মুখেতে গিরি যোগ সার শুনে ॥ হইয়া জীবন মুক্ত হৃদি সরোবরে। ব্রহ্মময়ী নিজসুতা সদা ধ্যান করে ॥ ১ ॥

সাপীয়ং শৈলরাজায় যোগমুক্তা মহেশ্বরী।

মাতৃঃস্তন্যং পপৌবালা প্রাকৃতে বহি নী
লয়া।। ২।।

সচ্চিৎ আনন্দ রূপা সেইমহেশ্বরী। শৈলরাজে
যোগমায় কহিয়া সুন্দরী। হইয়া প্রাকৃতা বালা আ
পন ইচ্ছায়। মাতৃস্তন করেপান বিশ্বকে ভুলায় ।। ২

গিরীন্দ্রস্তুতয়োর্হর্ষা দকরোৎস মহোৎসবং।
যথা নদৃষ্টং কেনাপি শ্রুতংবা কেনচিৎ
কচিৎ।। ৩ ।।

অনন্তর গিরিবর আনন্দিত হৈয়া। মহাবর মহোৎ
সব করে বন্ধু লইয়া। কেহনাহি দেখে নাহি শুনে
কোন জন। কোন কালে কেহবলে না দেখি এমন। ৩

ষষ্ঠেহহ্নি ষষ্ঠীং সংপূজ্য সম্প্রাপ্তে দশমেহ
হনি। পার্ব্বতীত্যা করোন্নাম সান্বয়ং পর্ব্বতা
ধিপঃ।। ৪ ।।

ছয় দিবসেতে ষষ্ঠী করিয়া পূজন। দশম দিবসে
গিরিরাজা তপোধন।। বংশানুসারেতে সেই পর্ব্ব
তের পতি। নিজসুতা হেতু নাম রাখিল পার্ব্বতী। ৪

এবং জিজ্ঞাতা মাতা নিত্যা প্রকৃতিরুত্তমা।
অভূয় মেনকা গর্ভা দ্ধিমালয় গৃহে স্থিতা।।
হিমালয় পার্ব্বত্যা কথিতং যোগমুত্তমং। ৫

ত্রিলোকের মাতা নিত্যা প্রকৃতি উত্তমা। এইরূপে মেনাগর্ভে জন্মায়ে পরমা ॥ হিমালয় গৃহেতে করিয়া অবস্থিতি । হিমালয়ে যোগসার কহিলা পার্ব্বতী ॥ ৫ ॥

যঃ পঠেৎ সুলভা মুক্তি স্তস্য নারদ জায়
তে । তুষ্টা ভবতী সর্ব্বাণী নিত্যং মঙ্গল
দায়িনী । জায়তে চ দৃঢ়াভক্তি পার্ব্বত্যাং
মুনি পুঙ্গব ॥ ৬ ॥

এই দেবী গীতা পাঠ করয়ে যেজন। তাঁহার সুলভা মুক্তি হয়ে তপোধন ॥ সর্ব্বাণী আপনি তুষ্টা হইয়া তাহারে । মঙ্গল দায়িকা হৈয়া নিত্য রহে ঘরে ॥ পার্ব্বতীর প্রতি দৃঢ়ভক্তি তার হয়। যে ভক্তি হইলে জীব মুক্তি পদ পায় ॥ মুনিবর ধরাধর তনয়ার প্রতি । কর ভাব হইবে লাভ ব্রহ্মপদে রতি ॥ ৬ ॥

অষ্টম্যাঞ্চ চতুর্দ্দশ্যাং নবম্যাং ভক্তি সংযুতঃ ।
পঠন শ্রীপার্ব্বতী গীতাং জীবন্মুক্তোভবে
ন্নর ॥ ৭ ॥

অষ্টমিতে ভক্তিযুক্ত হইয়া যেবা নর । চতুর্দ্দশী নবমীতে হইয়া তৎপর । যদি দেবীগীতা পাঠ একবার করে। জীবন সত্ত্বে সেই মুক্তজন্ম মৃত্যু হরে ॥ ৭ ।

শরৎকালে মহাষ্টম্যাং যঃপঠেৎ স্বয়পো-
ষিতঃ। রাত্রৌজাগরিতো ভূত্বা তস্যপুণ্যং
ব্রবীমিকিং ।।৮।।

শরৎকালেতে মহাষ্টমী যারে কয়। উপবাসী দেবী-
গীতা পড়ে যদি তায় ।। রাত্রি জাগরণ তাহে করে
যেই নর। তাহার পুণ্যের কথা কি কহিব আর ।। ৮

স্যসর্ব্বদেব পূজ্যশ্চ দুর্গাভক্তি পরায়ণঃ।
ইন্দ্রায়ো লোকপালা স্তদাজ্ঞাবশ বর্ত্তিনঃ ।। ৯

দুর্গাভক্তি পরায়ণ যেইজন হয়। সর্ব্বদা সকলস্থানে
সেই পূজাপায় ।। ইন্দ্রআদি যতেক আছয়ে লোক
পাল। তদাজ্ঞা বহন করে যেন দ্বারপাল ।। ৯ ।।

স্বয়ংদেবী কলামেতি সাক্ষাদ্দেব্যাঃ প্রসা
দতঃ। নশ্যন্তি তস্যপাপানি ব্রহ্মহত্যাদিক
ন্যপি ।। ১০ ।।

সাক্ষাদ্দেবীর তুষ্টিহেতু সেইনর। স্বয়ং মহেশ্বরী
কলা হয় মুনিবর ।। ব্রহ্মহত্যা আদি পাপতাপ আ
ছে যত। তাহার শরীরে নাশ পায় শত শত ।। ১০ ।।

পাত্রংসর্ব্বগুণোপেতং লভতে চিরজীবিনং।
নশ্যন্তি বিপদস্তস্য নিত্যং প্রাপ্নোতি
মঙ্গলং ।। ১১

চিরজীবী পুত্র পায় সব গুণাকর। ঐ পত্র কিছু কালে হয় রাজ্যেশ্বর॥ তাহার বিপদ নাশ হয় মুনিবর। সর্ব্বদা মঙ্গল হয় রোগ শোক হর॥ ১১॥

অমাবস্যা তিথিং প্রাপ্য যঃপঠেদ্ভক্তি সংযুতঃ। সর্ব্বপাপবিনির্মুক্তঃসাদুর্গা তুল্যতাং ম্রিয়াৎ॥ ১২॥

অমাবস্যা তিথি পায়্যা যদি পাঠকরে। ভক্তিযুক্ত হইয়া গীতা যেবাকাল হরে॥ তবে সেই নর সর্ব্ব পাপে মুক্ত হইয়া। দুর্গা তুল্য হয় দেবী পাদপদ্ম পাইয়া॥ ১২॥

নিশীতে পঠতে যত্র বিল্ববৃক্ষস্য সন্নিধৌ। তস্য সম্বৎসরাদ্দুর্গা স্বয়ং প্রত্যক্ষ মেতিবৈ॥ ১৩॥

অর্দ্ধরাত্রে যেইনর বিল্বমূলে বসি। ভগবতী গীতা পাঠ করে উপবাসী॥ বশপূর্ণ হইলে আপনি ভব জায়া। তাহারে প্রত্যক্ষ হন দিতে পদছায়া॥ ১৩॥

কিমত্র বহুনোক্তেন শৃণু নারদ তত্বতঃ। অস্যাঃপাঠ সমং পুণ্যং নাস্তিচার পৃথিবী তলে॥ ১৪॥

অনেক কথায় আর নাহি প্রয়োজন। যথার্থ শুন হে

মুনি আমার বচন । ভগবতী গীতা পাঠ তুল্য পুণ্য তার । নাহি পৃথিবীতে মুনে করিতে নিস্তার ।। ১৪ ।।

তপস্যা যজ্ঞদানৈশ্চ কর্ম্মণামিহ বিদ্যতে ।
ফলস্যা সংখ্যা নৈতস্যা বিদ্যতে মুনি পুঙ্গব ।। ১৫ ।।

যজ্ঞদান তপস্যাদি কর্ম্ম যত মুনি । তাহাদের ফল সংখ্যা শাস্ত্রে আছে জানি ।। এই ভগবতী গীতা পাঠে ফলকত । কিছু না কহিতে পারে শাস্ত্র শত২ ।।১৫

ইত্যুক্তং তে যথা জাতা নিত্যাপি পরমেশ্বরী । লীলয়া মেনকা গর্ভে ভুয়ঃ কিং শ্রোতুমিচ্ছসি ।। ১৬ ।।

যেরূপে পাইল জন্ম নিত্যা শিব জায়া । মেনকার গর্ভে লীলা হেতু মহামায়া । কহিলাম তাহা মহামতি তব প্রতি ।। পুনর্ব্বার কি কহিব কহ শীঘ্রগতি ।। ১৬ ।

ইতি শ্রীমহাভাগবতে মহাপুরাণে শ্রীভগবতীগীতা সমাপ্তির্নাম ত্রিংশতি তমোঽধ্যায়ঃ ।। ২৯ ।।

ভগবতী গীতা মহাভাগবতে আছে । ব্রহ্মবিদ্যা নানা বিধি তাহাতে লিখেছে ।। ঐ ভগবতী গীতা সমাপন হয় । পার্ব্বতী পর্ব্বত প্রতি যাহা স্বয়ংকয় ।। এরূপ আনন্দময়ী মোরে দেও জ্ঞান । তোমাবিনা এ

অধীনে কে করে সন্ধান।। তব পাদপদ্ম মূলে অতুলে কি কব। বড়সাধ এপ্রসাদ কিরূপে সাধিব।। দয়া কর দয়াময়ী আমি অতিদীন। জলহীন জলাশয়ে যেন ব্যস্ত মীন।। কৃপাসিন্ধু বিন্দুদান কর যদি শিবে ব্রহ্মপুরী মহেশ্বরী তুচ্ছ করি তবে।

নদীয়া নামেতে জেলা, তাহে থানা সুনির্ম্মিত হাড়ি রায় আছে বর্ত্তমান। তাহার সাকিম গ্রাম, সর্ব্বম নন্দন ধাম, পাটুলিয়া নৃপতির স্থান।। ধর্ম্মদা তাহার নাম, আমার বসতি ধাম, পূর্ব্বাপর ঐ স্থান পাইয়া। বারেন্দ্র ভূমির বাস, বহুদিন হয় নাশ, নবম পুরুষ আমাদিয়া।। তাঁহাদের নাম যত, তাহা আর কব কত বারেন্দ্র কুলেতে জন্ম হয়। শ্রীরামরতন নাম, হরি ভক্তি মনস্কাম, দেবী গীতা ভাষা পদ্য কয়।। এক মাস রাত্রদিনে, অভয়া ভাবিয়া মনে, অর্থ হেতু হয় বড় আশা। ভব তরিবার তরি, সংস্কৃত মূলধরি, দেবী গীতা করিয়াছি ভাষা।।

গ্রন্থঃ সমাপ্ত।